মুজিববর্ষে এটিই আমাদের বড় উৎসব : প্রধানমন্ত্রী

মুজিববর্ষে ৯ লাখ পরিবারকে বাড়ি করে দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ইতোমধ্যে প্রথম ধাপের ৭০ হাজার পরিবারকে জমিসহ পাকা ঘর করে দেয়া হয়েছে। আগামী মাসে আরও এক লাখ পরিবার পাবে এমন বাড়ি। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় দেশব্যাপী এ কার্যক্রম চলছে।

শনিবার (২৩ জানুয়ারি) প্রধান মন্ত্রী গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ সময় সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তারা প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে ৭০ হাজার পরিবারের হাতে বাড়ির কাগজপত্র হস্তান্তর করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজকে সত্যিই আমার জন্য একটি আনন্দের দিন। কারণ এই দেশের যারা সবচেয়ে বঞ্চিত মানুষ, যাদের কোনো ঠিকানা ছিল না, ঘর বাড়ি নেই। আজকে তাদেরকে অন্তত একটা ঠিকানা, মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিতে পেরেছি।

তিনি বলেন, মুজিববর্ষে আমাদের অনেক কর্মসূচি ছিল। কিন্তু করোনার কারণে তা করতে পারিনি। করোনা আমাদের জন্য যেমন অভিশাপ নিয়ে এসেছিল, আবার আরেকদিকে আশীর্বাদও। কারণ আমরা এই একটি চমৎকার কাজ করে দিতে পেরেছি। এটাই আমাদের আজকে বড় উৎসব; ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষদের ঘর দিতে পেরেছি। এর চেয়ে বড় উৎসব বাংলাদেশে হতে পারে না। এ সময় সরকারের পাশাপাশি সমাজের বিত্তশালীদের নিজ নিজ এলাকার ভূমিহীন ও গৃহহীনদের ঘর তৈরি করে দেয়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী।

এই প্রকল্প জাতির পিতার চিন্তার ফসল উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই দেশের মানুষের জন্যই কিন্তু আমার বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন। তিনি আমাদের কথা কখনো চিন্তা করেননি। সারাজীবন চিন্তা করেছেন এই দেশের মানুষের কথা। স্বাধীনতার পরে তিনি (বঙ্গবন্ধু) মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজ করেছেন। এই দেশের মানুষ অধিকারহারা, [illegible] অধিকারহারা, [illegible] ভিক্ষা করে [illegible] এইভাবে মানুষ [illegible] জীবনযাপন করতো। তিনি (বঙ্গবন্ধু) স্বাধীনতার পরপরই গৃহহীন মানুষদেরকে ঘর দেওয়ার জন্য গুচ্ছগ্রাম পরিকল্পনা হাতে নেন। তিনি (বঙ্গবন্ধু) নোয়াখালীর চরাঞ্চলে গিয়ে গুচ্ছগ্রাম উদ্বোধন করেন। সাধারণ মানুষের জন্য ঘরবাড়ি তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

নিজেদের ঘর বাড়ি ছিল না দাবি করে শেখ হাসিনা বলেন, ১৯৮১ সালে দেশের মানুষের শক্তি নিয়েই আমি দেশে ফিরে আসি। আমার কিছু ছিল না। ঘর নেই, কোথায় উঠবো তাও জানি না, কীভাবে চলবো তাও জানি না। কিন্তু তখন আমার মনে একটাই কথা ছিল আমাকে যেতে হবে। কারণ দেশের মানুষ সামরিক শাসকদের হাতে নিষ্পেষিত হচ্ছে, তাদেরকে মুক্তি দিতে হবে, অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে, তার জন্য কাজ করতে হবে। এই দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে হবে, যা আমার বাবা চেয়েছিলেন। সেই আদর্শ সামনে নিয়েই আমি ফিরে আসি। কখনো আমি ছোট ফুফুর বাড়ি, মেজ ফুফুর বাড়িতে দিন কাটিয়েছি। তখন আমার লক্ষ্য ছিল একটাই, আমি কীভাবে থাকবো সেটা বড় কথা নয়, কিন্তু দেশের মানুষের [illegible] কীভাবে দূর করবো, সেই কাজ করবো।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ বিদেশ থেকে [illegible] নিয়ে [illegible] হবে না। [illegible] এখন তো হওয়ার কথা ছিল না। জাতির পিতা তো সব পরিকল্পনা নিয়েছিলেন, গৃহহীনদের ঘর দেবেন, ইউনিয়ন পর্যায়ে হাসপাতাল করে চিকিৎসা সেবা দিবেন। [illegible] ব্যবস্থা করবেন, মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবেন, এটাই ছিল জাতির পিতার লক্ষ্য। তার পরিকল্পনা যদি বাস্তবায়ন করতে পারতো তাহলে দেশের মানুষ অনেক আগেই উন্নত জীবন পেতো।

ভূমিহীন জোসনা-সালেহার পাকাঘরে ঘুমানোর স্বপ্নপূরণ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

মনিরুল রহিমার মতো ১৫৫৬ গৃহহীনের স্বপ্ন পূরণ করলেন শেখ হাসিনা

জন্ম থেকেই দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী মনিরুল ইসলাম (৫৮)। এক চোখে মাত্র কয়েক হাত দূর পর্যন্ত ঝাপসা আলোর মতো দেখতে পান। অসচ্ছল পরিবারে জন্ম নেওয়ায় শৈশব থেকেই দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে চলেছেন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী মনিরুল। পরিবারের সদস্যদের দু'মুঠো খাবার জোগাড়ে যখন যে কাজ পেয়েছেন, করেছেন। মনিরুল ইসলামের স্ত্রী রাহানারা বেগমও দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী।

এই দম্পতির দুই ছেলে। বড় ছেলে আজিজুল ইসলামও জন্মান্ধ। সংসারে নিত্যঅভাব, তারপরও বড় কষ্টে সংসারের হাল ধরে রেখেছেন।

মনিরুল ইসলাম তার পরিবার নিয়ে থাকতেন বরিশালের সদর উপজেলার উত্তর [illegible] গ্রামের [illegible]। জরাজীর্ণ টিনের বেড়ার একটি ঘরে ছিল তাদের বসবাস। সামান্য বৃষ্টি হলে চালের ফুটো দিয়ে পানি পড়ত। সন্তানদের নিয়ে সারারাত জেগে থাকতেন। টাকার অভাবে ঘর মেরামত করার সামর্থ্য ছিল না।

মনিরুল ইসলাম স্বপ্ন দেখতেন লেখাপড়া করে দুই ছেলে ভালো চাকরি করবে। তাকে আর কষ্ট করতে হবে না। সংসারে থাকবে না অভাব-অনটন। আর জরাজীর্ণ বাড়ির জায়গায় নির্মাণ হবে পাকা দালান। কিন্তু হঠাৎ করে সব এলোমেলো হয়ে গেল। [illegible] দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী মনিরুল ইসলামের বসতভিটা ও ৩০ শতাংশ ফসলি জমি কীর্তনখোলা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। এরপর থেকে [illegible] জীবনে বাস্তুহারা থাকে মনিরুলের পরিবার।

পরিবারের সদস্যদের দু'মুঠো খাবার জোগাড়ে যেখানে তাকে হিমশিম খেতে হয়, সেখানে জমি কিনে ঘর বানানো তার কাছে অসম্ভব ব্যাপার। বসতভিটা নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার পর তার স্ত্রী দুই ছেলেকে নিয়ে আশ্রয় নেন এক আত্মীয়ের বাড়িতে। আত্মীয়ের বাড়িতে বেশিদিন থাকার উপায় নেই। কারণ আত্মীয়-স্বজনের অবস্থা অনেকটাই তাদের মতো। তাদের সংসারেও অভাব অনটন। তাই কিছুদিন পরপর এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে আশ্রয় নিতে হচ্ছে।

মনিরুল ইসলামের আশ্রয় হয় জাতীয় অন্ধ সংস্থার বরিশাল জেলা শাখার কার্যালয়ে। রাতে কাজ শেষ করে সবাই চলে গেলে ওই অফিসের মেঝেতে ঘুমানোর সুযোগ হয় তার।

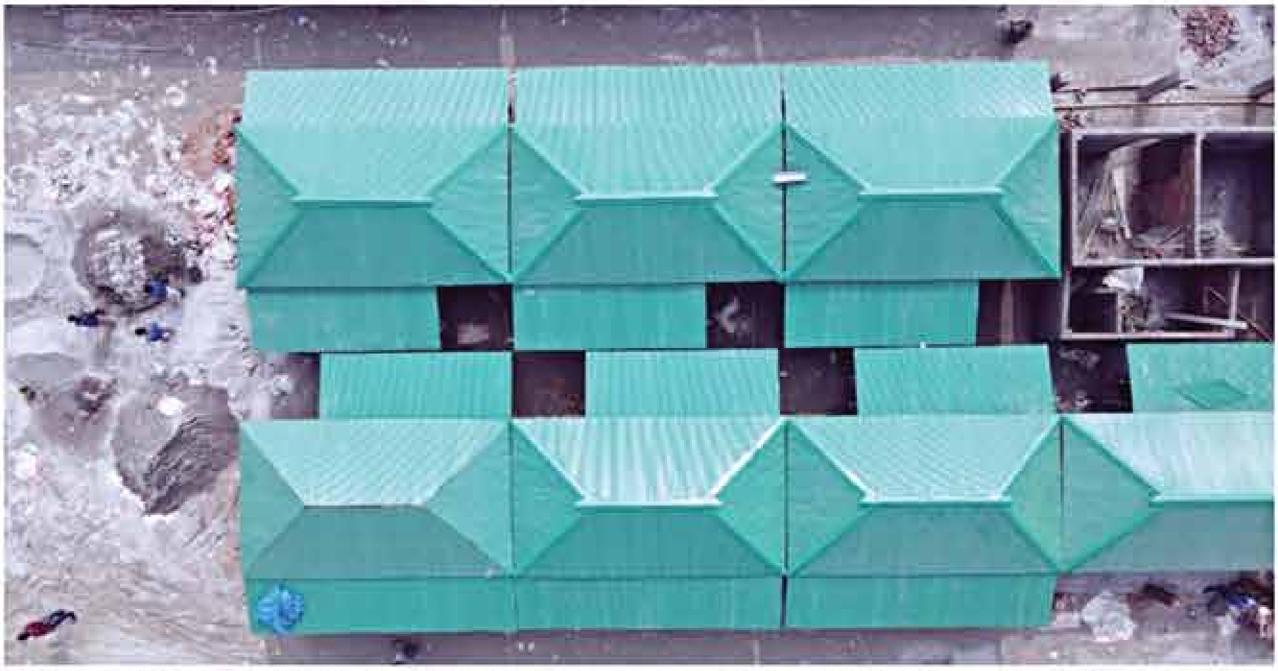

মুজিববর্ষ ভিলেজ: আজ তাদের চোখে স্বপ্ন, মুখে হাসি

মোস্তাফিজুর রহমান, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম
Published: 2021-01-22 10:18:12 BdST

জীবনের বেশিরভাগ সময় তাদের কেটেছে অন্যের জায়গায়, অন্যের ঘরে। নিজের একটি ঘরের স্বপ্ন হয়ত ছিল, কিন্তু জমিসহ একটি বাড়ি যে উপহার পাওয়া সম্ভব, তা ছিল তাদের কল্পনারও বাইরে। মুজিববর্ষে তারা প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে সেই উপহারই পাচ্ছেন। আশ্রয়ন-২ প্রকল্পের আওতায় শনিবার ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে দেওয়া হচ্ছে ঘর।

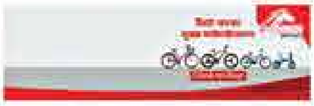

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের মুড়াপাড়ায় শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে গড়ে তোলা নতুন এই গ্রামের নাম 'মুজিববর্ষ ভিলেজ'। শনিবার থেকে ভূমিহীন-গৃহহীন ২০টি পরিবারের ঠিকানা হবে এই গ্রাম। ২ শতাংশ খাস জমিসহ দুটি কক্ষ, একটি শৌচাগার, একটি গোসলখানা, রান্নাঘর আর একটি বারান্দাসহ সুন্দর একেকটি বাড়ি তারা পাচ্ছেন।

মুড়াপাড়ার মুজিববর্ষ ভিলেজে বাড়ি পেয়েছেন রূপগঞ্জের দাসেরগাঁও এলাকার জবা বেগম। শেষ জীবনে এসে নিজের একটি ঠিকানা পাওয়ার আনন্দে তার কণ্ঠ ছিল বাষ্পরুদ্ধ। বললেন, "খুব ভাল লাগছে। এত সুন্দর বাড়ি পামু কোনদিন ভাবি নাই। দেশের মা শেখ হাসিনা এই বাড়ি দিছে, নামাজ পইড়া সারা জীবন তেনার জন্য দোয়া করুম।"

ইকবাল হাসান পেশায় মশারির কারিগর। সামান্য যা আয় করতেন তার বেশিরভাগই চলে যেত বাড়ি ভাড়ায়। এবার উপহার হিসেবে বাড়ি পাওয়ায় মেয়ে-পুত্র ভালোভাবে চলতে পারবেন বলে তার বিশ্বাস। বাড়ি উপহার পাওয়ায় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন তিনি।

রূপগঞ্জের খুশি বেগমের স্বামী পেশায় রাজমিস্ত্রী, সারা জীবন মানুষের ঘর তৈরি করলেও নিজেদের থাকতে হয়েছে অন্যের ঘরে। উপহার হিসেবে বাড়ি পেয়ে খুশি বেগম এখন সত্যি খুশি।

জলিতীপর আছিয়া বেগম স্বামী হারানোর পর মেয়ের বাড়িতেই থাকতেন। নিঃসন্তান একমাত্র ছেলের থাকে ভাড়া বাড়িতে। মেয়ের বাড়ি ছেড়ে আছিয়া এখন উঠবেন প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে উপহার পাওয়া ঘরে; নিয়ে আসবেন ছেলেকেও।

কিশোরগঞ্জের বাজিতপুরের এই 'মুজিববর্ষ ভিলেজ'-এ ভূমিহীন-গৃহহীন ২৫টি পরিবার পেয়েছেন তাদের স্বপ্নের বাড়ি। তাদের অনেকেই বসতবাড়ি হারিয়েছিলেন 'ঘোড়াউত্রা' নদীর ভাঙনে।

কিশোরগঞ্জের আমেনার বাড়ি ঘোড়াউত্রা নদীতে বিলীন হওয়ার পর আবার তিনি ঘর বেঁধেছিলেন নদীর তীরে। সে ঘরও কেড়ে নেয় নদী। স্থানীয় একটি চাতালে কাজ নেওয়ার পর সেখানকার ছোট্ট কুঁড়েঘরে সন্তানদের নিয়ে দিন কাটছিল তার। এখন প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে ঘর উপহার পেয়ে আমেনা বললেন, "জীবনেও ভাবছি না এরকম বাড়ি পাইতাম, আল্লাহ দিছে তাহাইরে, শেখের বেটি ঘর দিছে, খুব খুশি হইছি।"

কিশোরগঞ্জের মাসুম মিয়া নৌকা চালান ঘোড়াউত্রা নদীতে। সাত বছর আগে সে নদীতেই বিলীন হয়েছিল তার মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু। মাসুম বললেন "কোনো দিনই কল্পনা করতে পারছি না আবার বাড়ি পাইবাম। শেখ হাসিনা সেই বাড়ি আমার ফিরাইয়া দিল, শেখ হাসিনা দীর্ঘজীবী হউক।"

মোড়াইকা নদীর ভাঙনে বাড়ি হারানোর পর অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে স্থানীয় চেয়ারম্যানের জমিতে ঠাঁই পেয়েছিলেন সেলিনা বেগম। এবার নিজেদের বাড়ি হওয়ায় অন্যের জায়গায় আর থাকতে হবে না তাদের।

বাড়ি পাওয়ার আনন্দে নুরজাহান বেগমের মুখে লেগে ছিল হাসি। ছোটবেলা থেকেই মানুষের বাড়িতে বাড়িতে জীবন কেটেছে তার। নুরজাহান বলছেন, আল্লাহ এবার 'চোখ তুলে' তাকিয়েছেন তার দিকে, 'উছিলা' প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তার দীর্ঘায়ু কামনা করেন তিনি।

bdnews24.com
Bangladesh's First Internet Newspaper

ছিটমহলের দুঃখ ঘুচেছে, এবার মিলছে ঘর

গোলাম মুজতবা ধ্রুব, কুড়িগ্রাম থেকে, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম

5-7 minutes

Published: 22 Jan 2021 09:44 PM BdST Updated: 22 Jan 2021 10:41 PM BdST

- *মুজিববর্ষে প্রধানমন্ত্রীর হিসাবে জমির সঙ্গে এই পাকা ঘর পাচ্ছেন এক সময়ের ছিটমহল দশিয়ারছড়ার বাসিন্দা আব্দুস সালাম। স্ত্রী-সন্তানকে নিয়ে নতুন ঘরের সামনে তিনি।*

- জমির সঙ্গে নতুন ঘর পেয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান আলিফ উদ্দিন, তাদের মতো দশিয়ারছড়ার পাঁচটি পরিবারকে জমি ও নতুন ঘর দেওয়া হচ্ছে।

PreviousNext

বাংলাদেশের মধ্যে বাস করেও এদেশের ঠিকানা ছিল না কুড়িগ্রামের দশিয়ারছড়ার বাসিন্দাদের, পাঁচ বছর আগে ভারতের সঙ্গে ছিটমহল বিনিময়ে সেই দুঃখের অবসান হওয়ার পর এখন প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে পাকা ঘর পাচ্ছেন সেখানকার হতদরিদ্ররা।

সারা জীবনের চেষ্টায়ও যে মাথা গোজার ঠাঁই করতে পারেননি, অনায়াসে স্বপ্নের সেই বসত ঘর পেয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালেন তারা।

মুজিববর্ষে প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ি উপজেলার দাশিয়ারছড়ার যে কয়টি পরিবার জমিসহ পাকা ঘর পাচ্ছে, তাদের একজন আলিফ উদ্দিন।

জমির সঙ্গে নতুন ঘর পেয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান আলিফ উদ্দিন, তাদের মতো দশিয়ারছড়ার পাঁচটি পরিবারকে জমি ও নতুন ঘর দেওয়া হচ্ছে।

ষাটোর্ধ্ব এই কৃষি শ্রমিক বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে বলেন, "শেখ হাসিনার সরকারের সময়ে আমরা নিজেদের পরিচয় পেয়েছিলাম। এই সরকারের সময়েই আবার নিজের বাড়িও পেলাম। প্রধানমন্ত্রীর কাছে আজীবন ঋণী হয়ে গেলাম। তার দীর্ঘ হায়াত কামনা করি।"

কুড়িগ্রাম সীমান্ত থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার ভেতরে ফুলবাড়ী উপজেলার দাশিয়ারছড়া আয়তনের দিক দিয়ে পাঁচ বছর আগেও ছিল সবচেয়ে বড় ছিটমহলগুলোর একটি।

১ হাজার ৬৪৩ একর আয়তনের দাশিয়ারছড়ার মালিকানা ছিল ভারতের হাতে। বাংলাদেশের সীমান্তের মধ্যে থেকেও প্রায় ৯ হাজার বাসিন্দার জাতীয়তা ছিল ভারতীয়।

দুই দেশের চুক্তি অনুযায়ী, দাশিয়ারছড়াসহ ভারতের ১১১টি ছিটমহল ২০১৫ সালের ১ অগাস্ট প্রথম প্রহর থেকে হয়ে যায় বাংলাদেশের ভূখণ্ডের অংশ। একইভাবে ভারতের মধ্যে থাকা বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহল ভারতের অংশ হয়ে যায়।

আলিফ উদ্দিন বলেন, "নিজের একটা ঘরের অভাব ছিল। সেই অভাবটাও এখন দূর হল।"

ওই সময় বাংলাদেশে থেকে যাওয়া দাশিয়ারছড়ার আরেক বাসিন্দা আবদুস সালামও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

জমির সঙ্গে নতুন ঘর পেয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান আলিফ উদ্দিন, তাদের মতো দশিয়ারছড়ার পাঁচটি পরিবারকে জমি ও নতুন ঘর দেওয়া হচ্ছে।

ষাটোর্ধ্ব এই কৃষি শ্রমিক বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে বলেন, "শেখ হাসিনার সরকারের সময়ে আমরা নিজেদের পরিচয় পেয়েছিলাম। এই সরকারের সময়েই আবার নিজের বাড়িও পেলাম। প্রধানমন্ত্রীর কাছে আজীবন ঋণী হয়ে গেলাম। তার দীর্ঘ হায়াত কামনা করি।"

কুড়িগ্রাম সীমান্ত থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার ভেতরে ফুলবাড়ী উপজেলার দাশিয়ারছড়া আয়তনের দিক দিয়ে পাঁচ বছর আগেও ছিল সবচেয়ে বড় ছিটমহলগুলোর একটি।

১ হাজার ৬৪৩ একর আয়তনের দাশিয়ারছড়ার মালিকানা ছিল ভারতের হাতে। বাংলাদেশের সীমান্তের মধ্যে থেকেও প্রায় ৯ হাজার বাসিন্দার জাতীয়তা ছিল ভারতীয়।

দুই দেশের চুক্তি অনুযায়ী, দাশিয়ারছড়াসহ ভারতের ১১১টি ছিটমহল ২০১৫ সালের ১ অগাস্ট প্রথম প্রহর থেকে হয়ে যায় বাংলাদেশের ভূখণ্ডের অংশ। একইভাবে ভারতের মধ্যে থাকা বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহল ভারতের অংশ হয়ে যায়।

আলিফ উদ্দিন বলেন, "নিজের একটা ঘরের অভাব ছিল। সেই অভাবটাও এখন দূর হল।"

ওই সময় বাংলাদেশে থেকে যাওয়া দাশিয়ারছড়ার আরেক বাসিন্দা আবদুস সালামও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

তিনি বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে বলেন, সা"মান্য কৃষি কাজ করে কোনো রকম সংসার চালাই। ইচ্ছা থাকলেও নিজের বাড়ি করতে না পারার একটা আক্ষেপ সব সময় ছিল।"

এবার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে ঘর পেয়ে সেই আক্ষেপের অবসান হচ্ছে তার।

এক সময়ের ছিটমহল দশিয়ারছড়ার পাঁচটি পরিবার এই এলাকায় নিজেদের ঘর পেতে যাচ্ছেন।

তাদের মতো মুজিববর্ষে 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার' হিসেবে আশ্রয়ন-২ প্রকল্পের আওতায় জমির সঙ্গে ঘর পেতে চলেছেন ভূমিহীন-গৃহহীন অর্ধ লাখের বেশি পরিবার।

এই প্রকল্পের পরিচালক মো. মাহবুব হোসেন জানান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণা অনুযায়ী সরকারের আশ্রয়ন-২ প্রকল্পের আওতায় প্রথম পর্যায়ে ৬৯ হাজার ৯০৪টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে ঘর দেওয়া হচ্ছে।

"আগামী শনিবার বিশ্বে প্রথমবারের মতো একসঙ্গে ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে ২ শতাংশ খাস জমির মালিকানা দিয়ে বিনা পয়সায় দুই কক্ষবিশিষ্ট ঘর মুজিববর্ষের উপহার হিসেবে প্রধানমন্ত্রী প্রদান করবেন।"

এছাড়া ২১টি জেলার ৩৬টি উপজেলার ৪৪টি গ্রামে ৭৪৩টি ব্যারাক নির্মাণের মাধ্যমে ৩ হাজার ৭১৫টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

দেশজুড়ে বাস্তবায়নাধীন এই কর্মসূচির আওতায় কুড়িগ্রাম জেলার নয়টি উপজেলায় ১ হাজার ৫৪৯টি বাড়ি করে দেওয়া হবে বলে জানান কুড়িগ্রামের জেলা প্রশাসক মো. রেজাউল করিম।

এসব ঘরের মধ্যে কুড়িগ্রাম সদর উপজেলায় ২০০, ফুলবাড়ি উপজেলায় ১৬৫, নাগেশ্বরী উপজেলায় ২৬৪ এবং রাজারহাট উপজেলায় ৭০টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবার ঘর পেতে যাচ্ছে।

শুক্রবার সেখানে গেলে নতুন পাকা ঘর পেতে যাওয়া ভূমিহীনরা এতদিনের কষ্টের কথা তুলে ধরেন।

তারা বলছেন, নতুন ঘরের মধ্য দিয়ে তাদের সারা জীবনের স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে। এতদিন সমাজে সবার চোখে 'ছোট' থাকলেও এখন তাদের আত্মপরিচয় তৈরি হচ্ছে।

নাগেশ্বরী উপজেলার বেড়ুবাড়ি ইউনিয়নের বাসিন্দা মিষ্টি বেগম (২৩) নতুন পাওয়া ঘরের দেওয়ালে আল্পনা করে স্বামী আলামিন ও নিজের নাম বড় করে লিখেছেন।

ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন মিষ্টি বেগম, প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে নতুন

ঘর পেয়ে সামনেই স্বামী ও নিজের নাম লিখেছেন তিনি।

মিষ্টি বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে বলেন, “নয় বছর আগে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলাম। আল আমিন সিরাজগঞ্জে তাঁতের কাজ করে সংসার চালায়। কিন্তু সংসারে অভাব থাকায় তাকে অনেক কষ্ট করতে হয়। সংসারে সময় দিতে পারে না।

“এখন আমাদের জীবনে সেই কষ্টের শেষ হবে। সন্তানদের একটা স্থায়ী পরিচয় হবে।”

এক সময় বাসায় কাজ করে জীবন চালানো সত্তরোর্ধ্ব মহিরন বেগম জানান, অনেক বছর আগে তার স্বামী মারা গেছেন, তিন ছেলেকেও অকালে হারিয়েছেন। দুই মেয়ে নিজেদের বিয়ের পর আর কোনো খোঁজ-খবর রাখে না। এই ঘর তার জীবনে একটা অবলম্বন হয়ে এসেছে।

এদের মতো ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারগুলোকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে আশ্রয়ন নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়, যা তখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। এই প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৭ সাল থেকে ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাস নাগাদ ৩ লাখ ২০ হাজার ৫২টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়।

এবার মুজিববর্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা দেন, বাংলাদেশে একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না। তার এই ঘোষণা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ‘মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে দেশের সকল ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য গৃহ প্রদান নীতিমালা ২০২০’ প্রণয়ন করা হয়।

এ লক্ষ্যে গত বছর জুনে সারা দেশে ভূমিহীন ও গৃহহীন ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি পরিবারের তালিকা করা হয়। আশ্রয়ন প্রকল্পের আওতায় তাদের জীবন বদলের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ভূমিহীন, গৃহহীন, অসহায়, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন এবং তাদের ঋণপ্রদান ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহে সক্ষম করে তোলা এবং আয়বর্ধক কার্যক্রম সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূর করাই এই প্রকল্পের লক্ষ্য।

Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS)
National News Agency of Bangladesh

Govt to hand over 66,189 houses to homeless families on Jan 23

342

By Syed Shukur Ali Shuvo

DHAKA, Jan 20, 2021 (BSS) – The government has completed all preparation to hand over 66,189 houses to homeless and landless families in the first phase on January 23 on the occasion of the "Mujib Borsho".

Prime Minister Sheikh Hasina will inaugurate the distribution of houses among landless and homeless families virtually at 10:30am.

"Ashrayan project built 66,189 houses for homeless people on the occasion of the Mujib Borsho as part of the government's campaign to bring all landless and homeless people under housing facility," Project Director of Ashrayan-2 Md Mahbub Hossain told BSS here today.

Hossain said the government led by Prime Minister Sheikh Hasina has undertaken a special initiative marking the Mujib Borsho with a slogan – "None will be left homeless."

He said Ashrayan Project has prepared a list of 8,85,622 families in 2020, of which 2,93,361 landless and homeless families and 5,92,261 families having 1-10 decimal land but no housing facility.

Besides, Ashrayan Project rehabilitated 3,715 families by constructing 743 barracks under 44 project villages in 36 upazilas in 21 districts during the Mujib Borsho, said the project director.

It is an example in the world that Prime Minister Sheikh Hasina's government rehabilitated 69,904 landless and homeless families at a time with housing facility, he added.
He said the Ashran-2 (July 2010-June 2022) has a target to rehabilitate 2,50,000 landless, homeless and displaced families at a cost of Tk 4,840.28 crore.

Of the 250,000 families, Ashrayan has already rehabilitated1,92,277 landless and homeless families across the country from July 2010 to June 2019. a total of 48,500 landless and homeless families have been rehabilitated in barracks while 1,43,777 families having own land (1-10 decimal) but no capacity to construct house in semi-barracks, corrugated Iron sheet barracks and specially designed houses.

According to the project details, the government also constructed 139 five-story buildings at Khurushkul in Cox's Bazar for 4,409 families, who are climate refugees.

The purpose of the project is to eliminate poverty by providing land, housing, training, loan, healthcare, family planning, income generating activities, drinking water supply, electricity supply, improvement of communication system and plantation facilities for people who were affected by cyclone, flood, river erosion and natural disasters, it added.

The adult male-female members of the rehabilitated families are getting training on increasing awareness on various issues, expertise and human resource development to enable them becoming engaged in income-generation works, the project detail said.

The project director, however, said the government has undertaken the project to give the homeless people a meaningful life through providing shelter and assistance for making them self-reliant.

He said the activities of the project will be accelerated further in future to alleviate poverty for fulfilling the 'Vision 2021' and achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) by 2030.

Meanwhile, different ministries and divisions have been implementing comprehensive social safety-net activities under the project for mainstreaming the rehabilitated people to become self-reliant with support, training and assistance from the government.

Helping the homeless; PM shows how to do it

She's set to open distribution of houses among landless Saturday

UNB NEWS DHAKA PUBLISH- JANUARY 22, 2021, 04:50 PM UNB NEWS - UNB NEWS
UPDATE- JANUARY 22, 2021, 08:11 PM

Houses for homeless at Gava village in Satkhira Sadar upazila.

Prime Minister Sheikh Hasina will inaugurate the distribution of houses among 66,189 landless and homeless families across the country under the Ashrayan-2 Project on Saturday.

According to sources at the Prime Minister's Office (PMO), the Prime Minister will join the inauguration programme virtually from her official residence Ganobhaban at 10:30am.

This will be part of the government's initiative to provide houses to all landless and homeless families on the occasion of "Mujib Borsho" as the Prime Minister has mentioned several times that no one in the country will remain without a home.

The government has constructed 66,189 houses spending Tk 1,168 crore for the homeless and landless families, a move the world sees for the first time, PMO sources said.

They said each unit has two rooms, a kitchen, a toilet and a veranda costing Tk 1.75 lakh. Another 100,000 houses will be distributed among such people next month, they added.

Besides, the Ashrayan Project under the PMO will rehabilitate 3,715 families by constructing 743 barracks under 44 project villages in 36 upazilas of 21 districts during the Mujib Borsho.

Also Read: ***Hasina's Mujib Year gift for poor: Homes for the homeless in Bangladesh***

It prepared a list of 885,622 families in 2020, of which 293,361 are landless and homeless while 592,261 have just 1-10 decimals of land but no housing facility.

The Ashrayan Project also rehabilitated 320,058 landless and homeless families from 1997 to December 2020.

On the other hand, the Ashran-2 Project (July 2010-June 2022) aims to rehabilitate 250,000 more landless, homeless and displaced families spending Tk 4,840.28 crore.

It has so far rehabilitated 192,277 landless and homeless families across the country between July 2010 and June 2019.

A total of 48,500 landless and homeless families have been rehabilitated in barracks while 143,777 having own land (1-10 decimals but unable to construct houses) in semi-barracks, corrugated iron-sheet barracks and specially designed houses.

Alongside the houses, the ownership documents of a two decimal house land were given to each of 66,189 families.

The government is arranging accommodation for the homeless and also the landless families under Ashrayan-2 project, a housing project run by the PMO.

Also Read: ***Progress meeting held to eliminate homelessness in Mujib Centennial***

All the 66,189 houses have been constructed on Khas lands, said Project Director of Ashrayan-2 Mahbub Hossain.

"The houses and lands are being given to the poor families in the first phase as part of the government's aim to ensure that none will remain homeless," he said.

There is no such instance in the world that so many houses with land ownership are provided to the homeless families at a time, he said.

"The Prime Minister is setting the example of 'mother of humanity' in the world giving houses to so many homeless families," he said.

Also Read: ***Faridpur homeless get special housing project***

None will remain homeless in the country in the Mujib Year, he quoted the Prime Minister as saying.

So, the government will continue allocating fund for houses for the homeless families until their right of accommodation is ensured, he added.

The government has a plan to provide modern abodes to 900,000 homeless families in phases under the Ashrayan project aiming to ensure houses for all in the country, said the Project Director.

The government has enlisted 293,361 homeless and also landless families as well as 592,261 homeless families throughout the country.

Hasina's Mujib Year gift for poor: Homes for the homeless in Bangladesh

UNB NEWS PUBLISH- JANUARY 22, 2021, 12:03 PM MUHAMMAD SYFULLAH - UNB STAFF WRITER
UPDATE- JANUARY 22, 2021, 01:28 PM

Paralysed and without a home of his own, 55-year-old Kalam Hawlader and his four family members have been living in a shack -- and that too at the mercy of a relative -- in Sarankhola upazila's Uttar Tafalbari village since 2000.

Some 21 years on, the family is all getting ready to move into a two-room house in his native Rajapur village in the same upazila, constructed by Prime Minister Sheikh Hasina's government for the homeless and the landless, free of cost.

Yes, on Saturday, Kalam will be among the lucky 66,189 people to get pucca houses from none other than the Bangladesh PM. Each unit has two rooms, a kitchen, a toilet and a veranda, constructed at a cost of Tk 1.75 lakh.

Also read: *Mujib Borsho: Bangladesh to plant 10mn saplings*

The country's leader will also hand over the ownership papers of two decimal land parcels to some 66,189 landless and homeless families under the Ashrayan-2 Project as a gift from her government in Mujib Year, marking the birth centenary of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the Father of the Nation.

"I will be finally moving into my own house, along with my wife, a daughter and two sons, after decades," says Kalam, who was left paralysed by typhoid fever in the early 1970s. For the past 21 years, the family has been living in the shack on a land belonging to Kalam's brother-in-law.

Also read: *UCB donates Tk10 cr for 'Mujib Borsho' celebrations*

"Thanks to Prime Minister Sheikh Hasina, poor people like us can now dream of owning a house in Bangladesh," says Kalam, who runs a small rickshaw repair shop. "The gift from the government comes at a time when my income has also dried up due to the popularity of battery-run auto-rickshaws in the area. From Tk 5,000, it has plunged to Tk 2,000 a month."

Two of Kalam's three daughters are married. "But I have two sons and a daughter. Moreover, some years back, I was forced to borrow Tk 2 lakh as financial assistance from my friends and relatives to get my wife treated for her backbone problem."

Also read: *Mujib Borsho: Special session of parliament begins*

His elder son is 18-year-old Hasan Hawlader is an electrician in the village. "He earns Tk 2,000 a month, while another son, Hasib Hawlader, 13, earns Tk 6,000 a month by plying a battery-run van. But I pay monthly installments of Tk 3,400 against two loans, which I took to purchase the van. Our sufferings are likely to end soon," Kalam says.

Deputy Commissioner of Bagerhat ANM Foyzul Haque says a total of 433 landless and homeless families are going to get the pucca houses in Bagerhat district on Saturday.

Also read: *Unesco to celebrate 'Mujib Borsho' with Bangladesh*

"Ownership papers of land will also be handed over to 66,189 families," said Project Director of Ashrayan-2 Mahbub Hossain. Besides, some 3,715 landless families will be rehabilitated in barracks across 36 upazilas of 21 districts on Saturday, he added.

"Within one month, allocation for construction of one lakh more pucca houses under the housing project will be given. The government plans to construct some 9 lakh houses for the homeless and landless families in phases under the Ashrayan project. The aim is to ensure that no people in Bangladesh remain homeless in the country," said the Project Director.

ধন নয়, মান নয় একটুকু বাসা...

প্রকাশিতঃ জানুয়ারী ২২, ২০২১ | প্রিন্ট

মুজিবশতবর্ষ উপলক্ষে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত মুজিববর্ষ ভিলেজ নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে সেমিপাকা বাড়ি হস্তান্তর করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা –জনকণ্ঠ

- **মুজিবশতবর্ষে অসামান্য উপহার**

মোরসালিন মিজান, রূপগঞ্জ থেকে ॥ বহুদিন মনে ছিল আশা/ধরণীর এক কোণে/রহিব আপন-মনে;/ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা। একটুকু বাসা পাওয়ার সুখ এখন নারায়ণগঞ্জের ভূমিহীন গৃহহীনদের চোখে। এত বড় পৃথিবীতে মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই হচ্ছিল না যাদের তারা এখন রূপগঞ্জের আপন নিবাসে! জীবন হঠাৎ এভাবে বদলে যায়? যেতে পারে? এখনও ঘোর কাটছে না তাদের। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষে সরকারী উদ্যোগে বিনামূল্যে ঘর করে দেয়া হয়েছে তাদের।

ভাবতে অবাক লাগে, যে মানুষের ভেতর রাষ্ট্র বা কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা জন্মায়নি আজও, নিজের দায় থেকে রাষ্ট্র পৌঁছে গেছে তার কাছে। সরকার কী? কেন? বহু মানুষ এসব প্রশ্নের কোন উত্তর জানে না। অথচ সরকার উদ্যোগী হয়ে তাদের খুঁজে নিয়েছে। মৌলিক অধিকার সম্পর্কে অজ্ঞ মানুষগুলোকে ঘর করে দিচ্ছে সরকার। বলছে, না, দয়া বা দান নয়, উপহার। সারাদেশে লাখ লাখ অসহায় গৃহহীনকে ভূমিহীনকে এমন উপহার দিয়ে বিরল ইতিহাস গড়তে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। 'উপহার' শব্দটি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তিনি গৃহহীনদের ঘর দেয়ার পাশাপাশি মর্যাদার একটি আসনও দিয়েছেন। এর চেয়ে ভাল আর কী হতে পারে!

হ্যাঁ, উদ্যোগটির কথা জানা গিয়েছিল অনেক আগেই। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উদ্যাপনের অংশ হিসেবে অত্যন্ত সুচিন্তিত এ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। কিন্তু চিন্তার অনুরূপ বাস্তবায়ন কি সম্ভব? হলেও কতটা? জানতে সরেজমিন ঘুরে দেখা হলো নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের মুড়াপাড়ায় বাস্তবায়ন করা আশ্রয়ণ প্রকল্পটি। দেখে ভুল শুধু ভাঙালো না, মন নতুন করে আশাবাদী হয়ে উঠল।

শীতলক্ষ্যা নদীর ধারে ছোট্ট একটা চরের মতো জায়গা। দেখে বোঝা যায়, একেবারেই নতুন করে গড়ে নেয়া হয়েছে। সমতল ভূমিতে চার সারিতে মোট ২০টি আধাপাকা বাড়ি। ইট সিমেন্টের শক্ত কাঠামো। অফহোয়াইট রঙের দেয়াল। আর উপরে টিনের ছাউনী। নীল ছাউনী আকাশের নীলের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। প্রতিটি বাড়ি নির্মিত হয়েছে দুই শতক জমির ওপর। নির্মাণে ব্যয় হয়েছে এক লাখ ৭১ হাজার টাকা। ভূমিহীনদের ঘরের পাশাপাশি দুই শতক জমির মালিকানাও দেয়া হচ্ছে।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের কয়েকটি বাড়িতে প্রবেশ করে দেখা যায়, বাহিরের মতো ভেতরটাও এক ও অভিন্ন। প্রতি বাড়িতে বসবাসের জন্য রয়েছে দুটি কামরা। পেছনের দিকে সংযুক্ত রয়েছে একটি রান্নাঘর। একটি টয়লেট। বাদ যায়নি বিদ্যুত সংযোগও। বাড়ির সামনে আছে এক চিলতে ওঠোন। আর্সেনিকমুক্ত খাবার পানির ব্যবস্থা করা হয়েছে। সব মিলিয়ে অসাধারণ।

এসব অসাধারণ সেবা যারা গ্রহণ করছেন তারা সমাজের অতিসাধারণ মানুষ। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সর্বনিম্নস্তরে যাদের অবস্থান তারা এসব দালানকোঠার মালিক! এত বড় বাংলাদেশে গতকাল পর্যন্ত ভূমিহীন, ঠিকানাহীন ছিলেন তারা। আজ নিজের জায়গা। নিজের বাড়ি। কেউ কেউ হয়ত বলবেন, স্বপ্ন সত্যি হয়ে গেল। আদতে দালান কোঠার স্বপ্ন পরিবারগুলো কোনদিন দেখেনি। শেখেনি। শেখার বলা চলে শুরুটা হলো। যাকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলছেন, 'এমপাওয়ারমেন্ট' (ক্ষমতায়ন)।

প্রতিটি বাসার সামনের দেয়ালে নাম্বার লিখে রাখা রয়েছে। সে অনুযায়ী, ১ নম্বর বাসায় গিয়ে পাওয়া গেল বৃদ্ধাকে। বয়স তার নিজেরও সঠিক জানা নেই। অনুমান করে বললেন, ৭০ বছর। তা খালা, এত বড় জীবনে কোনদিন কি এমন একটি বাড়ির স্বপ্ন দেখেছিলেন আপনি? জানতে চাইলে পরিষ্কার করে কিছু বললেন না তিনি। মনে হলো প্রশ্নটি বুঝে উঠতে পারেননি। তাই আরও কয়েকটি প্রশ্ন করা। করতে করতেই চোখ গেল তার চোখের পানে। আধমরা ঘোলা দুটি চোখে তার আনন্দ অশ্রু। যেন এই প্রথম বড় সুখে তিনি কাঁদছেন। এক পর্যায়ে নিজেকে সামলে নিয়ে বৃদ্ধা বললেন, 'আমি ভিক্ষা কইরা খাই, বাবা। এইহানই থাকতাম। মাছিমপুর গেরাম। নয় দশ বছর আগে জামাই মইরা গেল। পর থেইক্যা ভিক্ষা কইরা খাই। বাড়ি ঘরের কই পামু? চিন্তাও করিনাই। ভাইয়েরাও গরিব। গেছিলাম। কয়, আমরাই খাইতে পারি না। তোরে কেমনে রাখি? বাবারে, কত মাইষের লাথি উষ্ঠা খাইছি। পাকঘরে হুইয়া রইছি...।' আবারও শীতের চাদর টেনে চোখের জল মুছেন তিনি। জানান, এখন নিজের মেয়ে নাতনীদেরও নিজের কাছে এনে রাখবেন। এখন তার সামর্থ্য হয়েছে। কী করে সামর্থ্য হলো? কে দিল ঘর করে? জানেন? এমন প্রশ্নে তার উত্তর : 'মেম্বর দিসে!'

আরেক বৃদ্ধার বয়স প্রায় ৮০ হলেও, চিন্তায় বেশ স্বচ্ছ বলেই মনে হলো। নাম আসিয়া বেগম। নিজের বাসার সামনে একটি প্লাস্টিকের চেয়ারে বসেছিলেন। তিনি পরিষ্কার করেই বললেন, এই তো বাড়িডা। আমার। শেখ হাসিনায় দিসে।' শেখ হাসিনা কেন দিলেন আপনাকে? উনাকে চেনেন? জানতে চাইলে তার কণ্ঠ আরও জোরালো হয়ে ওঠে। বলেন, ক্যান চিনুম না? শেখ মজিবরের মাইয়া।' প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হলে সালাম জানাবেন বলেও জানান তিনি।

সন্ধ্যা রানী ও বিনা রানী নামে আরও দুই নারী ভিক্ষুক ঘর পেয়েছেন। দালানকোঠার মালিকদের কি আর ভিক্ষে করা মানায়? মজার ছলে এ প্রশ্ন করতেই তাদের জবাব, 'ভিক্ষা আর করুম না। দেহি, একটা কাজ কাম খুঁইজা নিমু।'

আশ্রয়ণ প্রকল্পে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের। তাদেরই একজন শফিকুল আলম। ১০ নম্বর বাসাটি তার। ৬৫ বছর বয়সী লিকলিকে লম্বা শরীর। এক হাতে লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। লক্ষ্য করে দেখা গেল, শরীরের বাম পাশ তার কাজ করছে না। একটি হাত ও একটি পা অসার। অনেকটা ঝুলে আছে। বললেন, 'আমি ঢাকার মিরপুরে এক বস্তিতে থাকতাম। বেরেইনস্টোক কইরা অচল হয়া গেছি। বউ এখনও ঢাকায়। মাইষের বাসায় কাম করে।' তবে এত সুন্দর বাসা পাওয়ার পর স্ত্রীকে নিজের ঘরে এনে রাখবেন বলে জানান তিনি।

দুঃখ দিনের স্মৃতি তুলে ধরে শফিকুল বলেন, 'হাত পা অবশ হওয়ার পর থেইক্যা কত আত্মীয়র কাছে গেছি, নেতার অফিসে গেছি। দুই টেকা কেউ দেয় নাই। শেখ হাসিনা দিসে।' অনেকটা মুনাজাতের মতো করে তিনি বলতে থাকেন, 'প্রধানমন্ত্রী আমরারে ভাল রাখছে। উনারে যেন আল্লায় ভাল রাখে।'

৪ নম্বর বাসায় গিয়ে পাওয়া যায় মিনারা বেগমকে। মাঝবয়সী নারী। তার নামেই এ বাসা। দেখে অতো দুস্থ মনে হয়নি পরিবারটিকে। তবে ছোট্ট জীবনে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে। এখন ক্লান্তশ্রান্ত। তিনি নিজে কয়েল ফ্যাক্টরিতে কাজ করতেন। অসুস্থতার কারণে এখন আর কাজে যেতে পারেন না। স্বামী আছে। রিক্সা চালান। তবে যা পান তাতে সংসার চলে না। মিনারা বলেন, 'গ্রামের মাইনষে টেকা তুইল্যা দুই মেয়ের বিয়া দিয়া দিসে। এক ছেলে ছোডো। হেরে নিয়া চলতেও কষ্ট অয়।' তাহলে ঘর দিয়ে কী হবে? জানতে চাইলে হাসি ফুটে ওঠে তার মুখে। বলেন, 'খাই না খাই, ঘর পাইয়া ফুর্তি লাগতাসে। মনের আশা পূরণ হইছে।'

আশ্রয়ণ প্রকল্পের বাসাবাড়ির পরিবেশ চঞ্চল হয়ে উঠছে শিশু কিশোরদের উপস্থিতিতে। ইভা নামের ফুটফুটে এক শিশু তো এই প্রতিবেদককে তাদের ঘরে নিয়ে গিয়ে তার নিজের কক্ষটি দেখালো। সে কী উচ্ছ্বাস তার। বলল, 'এই ঘরে আমি থাকব। আর আমার বইনেরা থাকবে।' ফুল দিয়ে ঘর সাজাবে বলেও জানায় সে।

২ নম্বর বাসাটিতে থাকবে আফরোজারা। ছোট দুই বোন সঙ্গে নিয়ে আশপাশ ঘুরে দেখছিল সে। বলল, 'কোন বাড়িতে কারা আইছে দেখতাছি। কাউরে পাইলে খেলতে যামু।'

অর্থাৎ ক্রমেই পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে প্রকল্প এলাকা। জীবন যুদ্ধে পরাজয় ভুলে সামনে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি সাহস ফিরে পাবে অসহায় মানুষ। এই তো চাওয়া।

বুধবার রূপগঞ্জের মুড়াপাড়া আশ্রায়ণ প্রকল্পটি ঘুরে দেখান আশ্রয়ণ ২ প্রকল্পের পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মোঃ মাহবুব হোসেন। তিনি জানান, দেশের একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ ঘোষণা বাস্তবায়নে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তারা। এরই মধ্যে প্রায় সারা দেশের সব ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের তালিকা করা হয়েছে। ঘর এবং জমি নেই এমন পরিবারের সংখ্যা দুই লাখ ৯৩ হাজার ৩৬১ জন। জমি আছে, ঘর নেই এমন পরিবারের সংখ্যা পাঁচ লাখ ৯২ হাজার ২৬১টি। সর্বমোট আট লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি পরিবারকে পর্যায়ক্রমে বাসস্থান নির্মাণ করে দেয়া হবে। ইতোমধ্যে প্রথম পর্যায়ে প্রায় ৬৬ হাজার পরিবারের জন্য গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে।

প্রকল্প পরিচালক বলেন, রূপগঞ্জের ঘরগুলোও এখন সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত। কার ঘর কোনটি হবে, লটারির মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়েছে। মালিকানা বুঝিয়ে দেয়ার অধিকাংশ প্রক্রিয়াও সম্পন্ন হয়েছে। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এ ঘরগুলো উপকারভোগীদের দেয়া হবে। আগামীকাল শনিবার ঘরগুলো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভূমি ও গৃহহীন দুস্থ মানুষদের মধ্যে বিতরণ করবেন। প্রথম পর্যায়ে প্রায় ৬৬ হাজার পরিবারকেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ মাসেই ঘর বুঝিয়ে দেবেন। মুজিববর্ষে এক বছরের মধ্যে আরও এক লাখ ঘর নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে বলে জানান তিনি।

PM hands over 66,189 houses to homeless families

© 23 January 2021, 3:12:30

Prime Minister Sheikh Hasina today inaugurated the distribution of 66,189 houses as part of her government's campaign to bring all landless and homeless families under housing facility on the occasion of the "Mujib Borsha".

For the first time in the world such a large number of houses are being distributed among the landless and homeless people at a time, signaling how the government proceeds to tackle the issue of homeless people.

Prime Minister Sheikh Hasina joined the houses handing over ceremony virtually from her official residence Ganabhaban.

The government has built 66,189 houses at a cost of Taka 1,168 crore for homeless people on the occasion of the Mujib Borsha. Some one lakh more houses will also be distributed among those people in the next month.

Besides, Ashrayan Project under the Prime Minister's Office (PMO) rehabilitated 3,715 families by constructing 743 barracks under 44 project villages in 36 upazilas in 21 districts during the Mujib Year.

Armed Forces Davison is constructing barracks for landless and homeless families.

The Ashrayan Project has prepared a list of 885,622 families in 2020, including 293,361 landless and homeless families, and 592,261 families having 1-10 decimal land but no housing facility.

Ashrayan has also rehabilitated 320,058 landless and homeless families from 1997 to December 2020.

On the other hand, Ashran-2 project (July 2010-June 2022) has a target to rehabilitate 250,000 landless, homeless and displaced families at a cost of Taka 4,840.28 crore.

Ashrayan has already rehabilitated 192,277 landless and homeless families across the country from July 2010 to June 2019.

A total of 48,500 landless and homeless families have been rehabilitated in barracks and 143,777 families having own land (1-10 decimal) but no capacity to construct houses in semi-barracks, corrugated iron sheet barracks and specially designed houses.

In addition, the government also constructed 20 five-story buildings at Khurushkul in Cox's Bazar for 600 families, who are climate refugees as a special gift by the Prime Minister.

Armed Forces Division is also implementing more 119 multi-storey buildings and related activities through Detailed Project Proposal (DPP).

ঘর পেল ৭০ হাজার গৃহহীন পরিবার

স্টাফ করেসপন্ডেন্ট

২৩ জানুয়ারি ২০২১, শনিবার
প্রকাশিত: ১১:৩১ আপডেট: ০৩:০৫

Share 34 টুইট

দেশের ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারগুলোকে মুজিববর্ষ উপলক্ষে জমি ও গৃহ প্রদান কর্মসূচির উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শনিবার (২৩ জানুয়ারি) দেশের ৪৯২টি উপজেলায় প্রায় ৭০ হাজার পরিবারকে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পাকা ঘর হস্তান্তর করেন তিনি।

মুজিববর্ষ উপলক্ষে আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর আওতায় প্রায় ৯ লাখ মানুষকে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া চলছে। এ মাসে ৭০ হাজারের পাশাপাশি আগামী মাসে আরও ১ লাখ পরিবার বাড়ি পাবে।

ঘর হস্তান্তরের সময় লাইভে সংযুক্ত ছিল- খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলা, চাপাইনবাবগঞ্জ সদর, নীলফামারীর সৈয়দপুর ও হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলা প্রশাসন। পাশাপাশি, দেশের সব উপজেলাই অনলাইনে এ অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মের ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে মুজিব শতবর্ষ পালন করছে সরকার। বছরটিকে স্মরণীয় করে রাখতে জাতির পিতার উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের ভূমি ও গৃহহীন আট লাখ ৮২ হাজার ৩৩টি পরিবারকে ঘর ও জমি দেওয়ার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। শনিবার (২৩ জানুয়ারি) উদ্বোধনের পর পর্যায়ক্রমে এ তালিকার সবাই এই সুবিধা পাবে।

উপকারভোগীদের মধ্যে যাদের জমি আছে, তারা শুধু ঘর পাবে। যাদের জমি নেই, তারা ২ শতাংশ জমি পাবে (বন্দোবস্ত)। দুই কক্ষবিশিষ্ট প্রতিটি ঘর তৈরিতে খরচ হচ্ছে এক লাখ ৭১ হাজার টাকা। সরকারের নির্ধারিত একই নকশায় হচ্ছে এসব ঘর। রান্নাঘর, সংযুক্ত টয়লেট থাকছে। টিউবওয়েল ও বিদ্যুৎ সংযোগও দেওয়া হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে থাকা আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এই কাজ করছে। খাসজমিতে গুচ্ছ ভিত্তিতে এসব ঘর তৈরি হচ্ছে। কোথাও কোথাও এসব ঘরের নাম দেওয়া হচ্ছে 'স্বপ্ননীড়', কোথাও নামকরণ হচ্ছে 'শান্তিনীড়', আবার কোথাও 'মুজিব ভিলেজ'।

সরকারের এই উদ্যোগ বিশ্বের ইতিহাসে নতুন সংযোজন বলে জানিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। প্রকল্প পরিচালক মাহবুব হোসেন বলেন, "আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্ব ইতিহাসে নতুন রেকর্ড গড়তে যাচ্ছে। এটা বাংলাদেশের বিশাল অর্জন।"

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগসহ বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয় এই কাজের সঙ্গে যুক্ত।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. এনামুর রহমান বলেন, 'দেশের অনেক এলাকায় এসব ঘর নির্মাণ কার্যক্রম তদারকি করতে গিয়েছি। যারা ঘর পাচ্ছেন তাদের মুখে যে তৃপ্তির হাসি দেখেছি, তা আর কোনোভাবে পাওয়া সম্ভব না। এটা সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক ইচ্ছার কারণে।'

নীলফামারী জেলায় ৬৩৭টি পরিবার ঘর পাচ্ছে। এর মধ্যে আছে সদর উপজেলায় ৯৯, সৈয়দপুরে ৩৪, ডোমারে ৩৮, ডিমলায় ১৮৫, জলঢাকায় ১৪১ ও কিশোরগঞ্জ উপজেলায় ১৪০টি পরিবার। বসতভিটার জন্য উপকারভোগীদের মধ্যে ১২.৭৪ একর জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। সৈয়দপুর উপজেলার কামারপুকুর ইউনিয়নে খাসজমিতে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ৩৪টি ঘর নির্মাণ করা হয়েছে।

সিরাজগঞ্জের কাজিপুর উপজেলার ৩৫টি পরিবার প্রধানমন্ত্রীর উপহার পাচ্ছে। এর মধ্যে সোনামুখী ইউনিয়নের তিনটি, চালিতাডাঙ্গা ইউনিয়নের ৯, মাইজবাড়ী ইউনিয়নের ১৪, গান্ধাইল ইউনিয়নের পাঁচ ও কাজিপুর সদর ইউনিয়নের চারটি পরিবার রয়েছে।

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলায় আজ ২০টি পরিবারকে ঘর বুঝিয়ে দেওয়া হবে। পর্যায়ক্রমে ২০০টি ভূমিহীন পরিবারকে 'মুজিববর্ষের উপহার' এই ঘর দেওয়া হবে।

দিনাজপুরের বোচাগঞ্জ উপজেলার ছয় ইউনিয়নে ৪৩০টি পরিবার ঘর পাচ্ছে। বয়স্কদের ৪৪টি, দিনমজুর ২০৫টি, মুক্তিযোদ্ধা তিন, বিধবা ৩০, প্রতিবন্ধী ১২, ভিক্ষুক ২৭, ক্ষুদ্র জাতির ৭৮ ও তৃতীয় লিঙ্গের একটি পরিবারকে ঘর দেওয়া হচ্ছে।

কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলায় প্রথম পর্যায়ে ২১টি এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ৩৫টি পরিবারকে ঘর দেওয়া হচ্ছে।

কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী উপজেলায় ২০০ পরিবার ঘর পাচ্ছে। এর মধ্যে সদর ইউনিয়নে ৭১টি, জয়মনিরহাটে ৯, আকালিবাড়ে তিন, পাইকেরছড়ায় ২১, বলদিয়ায় ২৩, চরভূরুঙ্গামারীতে ১৫, শিলখুড়িতে ২৬, পাথরডুবীতে চার, তিলাইয়ে ১৮ ও বঙ্গসোনাহাট ইউনিয়নে ৫০টি ঘর তৈরি করা হয়েছে।

সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলায় ১০৪টি পরিবার ঘর পাচ্ছে। এর মধ্যে প্রথম ধাপে ৬০টি ঘর প্রস্তুত হয়েছে। আজ এগুলোর চাবি উপকারভোগীদের কাছে হস্তান্তর করা হবে। আরো ২০টি ঘরের কাজ চলছে।

নাটোরের বড়াইগ্রামে ১৯০টি পরিবারের জন্য বরাদ্দ দেওয়া ঘর তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। আজ হস্তান্তর করা হবে।

শরীয়তপুরের ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, জেলার ছয় উপজেলায় ৬৯৯টি ঘর তৈরি করা হয়েছে। সদরে ৫০টি, নড়িয়ায় ১২১, জাজিরায় ৫৪, ডামুড্যায় ৬৬, ভেদরগঞ্জে ৩৬০ ও গোসাইরহাট উপজেলায় ৪৮টি ঘর বরাদ্দ হয়েছে। ডামুড্যার পূর্ব ডামুড্যা এলাকায় বিলের মধ্যে তৈরি হয়েছে দুই সারিতে ২২টি ঘর। সেখানে যাওয়ার কোনো রাস্তা নেই।

যশোরের মণিরামপুরে ২৬০টি পরিবার ঘর পাচ্ছে। এর মধ্যে আজ ১৯৫টি ঘর হস্তান্তর করা হবে।

আজকের
বিজনেস বাংলাদেশ

আজ আমার অত্যন্ত আনন্দের দিন: শেখ হাসিনা

| বিজনেস বাংলাদেশ ডটকম

প্রকাশিত: ১২:৫৪ অপরাহ্ন, ২৩ জানুয়ারি ২০২১

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সবাই ঘর পাবেন এটাই বড় উৎসব। মুজিববর্ষ উপলক্ষে দেশের ৪৯২টি উপজেলার প্রায় ৭০ হাজার পরিবারকে পাকা ঘরসহ বাড়ি হস্তান্তরের সময় এ কথা বলেন তিনি। শনিবার (২৩ জানুয়ারি) গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও ঘর প্রদান করেন প্রধানমন্ত্রী। এ সময় পাকা ঘর এবং দুই শতাংশ খাস জমি পায় ৭০ হাজার গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবার।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজকে আমার অত্যন্ত আনন্দের দিন, ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও ঘর প্রদান করতে পারা বড় আনন্দের বিষয়।

শেখ হাসিনা বলেন, আমার বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মানুষের কথাই ভাবতেন। আমাদের পরিবারের লোকদের চেয়ে তিনি গরীব অসহায় মানুষদের নিয়ে বেশি ভাবতেন এবং কাজ করেছেন। এ গৃহ প্রদান কার্যক্রম তারই শুরু করা।

এ সময় লাইভে যুক্ত ছিল খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, নীলফামারীর সৈয়দপুর ও হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলা। এছাড়াও দেশের সব উপজেলা অনলাইনে যুক্ত হয়।

মুজিববর্ষ উপলক্ষে আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর আওতায় প্রায় নয় লাখ মানুষকে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে পাকাঘর উপহার দেয়া হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে ঘর পেল প্রায় ৭০ হাজার পরিবার। আগামী মাসে আরো একলাখ পরিবার বাড়ি পাবে। অনুষ্ঠানে আশ্রয়ণ প্রকল্পের তৈরি ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়।

প্রসঙ্গত, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মের ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে মুজিব শতবর্ষ পালন করছে সরকার। বছরটিকে স্মরণীয় করে রাখতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের ভূমি ও গৃহহীন আট লাখ ৮২ হাজার ৩৩টি পরিবারকে ঘর ও জমি দেওয়ার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

উপকারভোগীদের মধ্যে যাদের জমি আছে, তারা শুধু ঘর পাবে। যাদের জমি নেই, তারা ২ শতাংশ জমি পাবে (বন্দোবস্ত)। দুই কক্ষবিশিষ্ট প্রতিটি ঘর তৈরিতে খরচ হচ্ছে এক লাখ ৭১ হাজার টাকা। সরকারের নির্ধারিত একই নকশায় হচ্ছে এসব ঘর। রান্নাঘর, সংযুক্ত টয়লেট থাকছে। টিউবওয়েল ও বিদ্যুৎ সংযোগও দেওয়া হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে থাকা আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এই কাজ করছে। খাসজমিতে গুচ্ছ ভিত্তিতে এসব ঘর তৈরি হচ্ছে। কোথাও কোথাও এসব ঘরের নাম দেওয়া হচ্ছে 'স্বপ্ননীড়', কোথাও নামকরণ হচ্ছে 'শতনীড়', আবার কোথাও 'মুজিব ভিলেজ'।

সরকারের এই উদ্যোগ বিশ্বের ইতিহাসে নতুন সংযোজন বলে জানিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। এই প্রকল্পের পরিচালক মাহবুব হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্ব ইতিহাসে নতুন রেকর্ড গড়তে যাচ্ছে। এটা বাংলাদেশের বিশাল অর্জন।

নতুন ঘর পেয়ে দারুণ খুশি নদী ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্তরা

চাঁদপুর প্রতিনিধি *ডেইলি-বাংলাদেশ ডটকম*

প্রকাশিত: ০১:২৩ ২৪ জানুয়ারি ২০২১

ছবি: সংগৃহীত

মুজিব বর্ষ উপলক্ষে চাঁদপুরে নদী ভাঙনের শিকার হয়ে সর্বস্ব হারানো শতাধিক গৃহহীন পরিবার নতুন পাকা ঘর পেয়ে বেজায় খুশি।

শনিবার সকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এমন মানবিক কর্মসূচি উদ্বোধনের পর জেলা ও উপজেলা প্রশাসন নতুন বসতঘর পাওয়া পরিবারগুলোর মাঝে ভূমির দলিল হস্তান্তর করেন।

এর মধ্যে চাঁদপুর সদর উপজেলায় ৪০টি মতলব দক্ষিণে ২৫টি, হাইমচরে ২০টি, মতলব কচুয়ায় ১৫টি, উত্তরে ৫টি, হাজীগঞ্জে ৫টি এবং শাহরাস্তিতে ৫টিতে ভূমিহীন এমন এক শ' ১৫টি পরিবারকে নতুন বসতঘর নির্মাণ করে দেয়া হয়।

চাঁদপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এই উপলক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন করে বসতঘর পাওয়া পরিবারের হাতে দলিল হস্তান্তর করেন ডিসি অঞ্জনা খান মজলিশ।

এ সময় এসপি মাহবুবুর রহমান, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবু নঈম দুলাল পাটোয়ারী, পৌর মেয়র অ্যাডভোকেট জিল্লুর রহমান জুয়েল, সদরের ইউএনও সানজিদা শাহনাজ, সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান চেয়ারম্যান নাজিম দেওয়ান, ভাইস চেয়ারম্যান আইয়ুব আলী বেপারি উপস্থিত ছিলেন।

চাঁদপুর সদর ও হাইমচর উপজেলার নদীভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো নতুন বসতঘর পেয়ে দারুণ খুশি হয়েছেন।

মুজিব বর্ষ উপলক্ষে তাদেরকে এমন মানবিক উপহার প্রদান করায় তারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

ডেইলি বাংলাদেশ/এমকে

ডেইলি বাংলাদেশ
স্বপ্ন যত দূর

‘স্বপ্ননীড়ে’ নতুন জীবন শুরু করলেন তারা

আহমেদ জামিল, সিলেট

3 minutes

‘স্বপ্ননীড়ে’ জিয়াউর রহমান ও তার পরিবার

দুই ছেলে ও দুই মেয়ে নিয়ে অন্যের ঘরে থাকতেন ৩৫ বছর বয়সী জিয়াউর রহমান। পেশায় দিনমজুর জিয়াউরের স্থায়ী ঠিকানা না থাকায় ভাসমান অবস্থায় এখানে সেখানে কেটেছে তার জীবনের বেশিরভাগ সময়। বিবাহিত জীবনও কেটেছে পরের বাড়িতে।

সীমাহীন অভাব অনটনের সংসারে নিজ বাড়ি বানানোর কথা শুধুই স্বপ্ন ছিলো জিয়াউরের জীবনে। কিন্তু তার সেই স্বপ্ন পূরণ করে দিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শুধু মাথা গোঁজার ঠাঁই নয় নিজের নামে দুই শতক জমিও পেলেন জিয়াউর।

শনিবার প্রধানমন্ত্রীর আশ্রায়ণ প্রকল্প-২ এর আওতায় নির্মিত ‘স্বপ্ননীড়’ এর চাবি পেলেন ভূমি ও গৃহহীন দিনমজুর জিয়াউর রহমান। এখন তার স্থায়ী ঠিকানা সিলেট সদর উপজেলার কান্দিগাঁও ইউনিয়নের পূর্ব জাঙ্গাইল গ্রামে। এর আগে তিনি সুনামগঞ্জের গোবিন্দগঞ্জে একটি বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে থাকতেন। অবশ্য তার মূল বাড়ি ছিলো কান্দিগাও ইউনিয়নে। এখানে আশ্রয়স্থল হারানোর পর তিনি গোবিন্দগঞ্জে একটি বাড়িতে থাকতেন।

নতুন ঘর পেয়ে উচ্ছ্বসিত জিয়াউর ও তার স্ত্রী। এতদিন পরের বাড়িতে থাকলেও এখন পেয়েছেন নিজের ঠিকানা। এখানেই বুনবেন জীবনের স্বপ্ন। সারাদিন কাজ শেষে আর পরের বাড়িতে নয় ফিরবেন স্বপ্নের আপনালয়ে। আধাপাকা সেই ঘরে দুটি রুম, একটি রান্না ঘর, স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট, সুন্দর বারান্দাসহ বসবাসের নিরাপদ সুবিধা নিয়ে নতুন জীবন শুরু করছেন জিয়াউর।

নতুন ঘর পেয়ে জিয়াউর রহমান বলেন, ‘আমি চার সন্তান ও স্ত্রীকে নিয়ে অন্যের জায়গায় ঝুপড়ে ঘর তুলে থাকতাম। স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারিনি যে জমিসহ আধাপাকা একখানা নতুন ঘর পাবো। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাকে ঘর উপহার দিয়েছেন। এখন থেকে আমি পাকাঘরে থাকতে পারবো। আমি ভীষণ খুশি ঘর পেয়ে। অনেক দোয়া করি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য।

জিয়াউরের মতো একই এলাকায় স্বপ্নের বাড়ি পেয়েছেন আরো ৫টি গৃহহীন পরিবার। শনিবার সকালে তাদের হাতে নতুন ঘরের চাবি তুলে দেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেন। মাথা গোঁজার ঠাঁই পেয়ে সবাই কৃতজ্ঞতা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি।

স্বপ্ননীড়ের চাবি পেয়ে বিধবা আনেয়ারা বেগম বলেন, বেড়ার একটি ভাঙা ঘরে দুই ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে থাকতাম। নদীর তীরে এই ঘর-ভিটে ছাড়া কোনো জায়গা জমি নেই। মানুষের বাড়িতে গিয়ে ঝিয়ের কাজ করে খেয়ে না খেয়ে অনেক কষ্টে দিন-যাপন করেছি। এখন আর ঘরের জন্য কোনো চিন্তা করতে হবে না।

সিলেট ইউএনও কাজী মহুয়া মমতাজ জানান, বরাদ্দকৃত ১৪৪টি ঘরের মধ্যে শনিবার ১৭টি ঘরের চাবি হস্তান্তর করা হয়েছে। বাকি পরিবারগুলোকে ক্রমান্বয়ে ঘরগুলো বুঝিয়ে দেয়া হবে। তিনি বলেন, গৃহহীনদের জন্য মনোরম পরিবেশে মানসম্মত টেকসই ঘর নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে।

RUNNER
Live your dream... Lead your life!

SubraSystems Limited
Software solution provider
HOTLINE
+8801404-452846
www.subrasystems.com.bd

আজ সবচেয়ে বড় আনন্দের দিন: প্রধানমন্ত্রী

সান বিডি ডেস্ক || প্রকাশ: ২০২১-০১-২৩ ১১:৪৮:৫২ || আপডেট: ২০২১-০১-২৩ ১১:৪৮:৫২

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও ঘর প্রদান করতে পারা নিজের সবচেয়ে বড় আনন্দের বলে জানিয়েছেন।

শনিবার (২৩ জানুয়ারি) গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও ঘর প্রদান কর্মসূচির উদ্বোধনের পর প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন। এদিন দেশের ৪৯২ উপজেলার প্রায় ৭০ হাজার পরিবারকে পাকাঘর হস্তান্তর করেন তিনি।

শেখ হাসিনা বলেন, 'আজকে আমার অত্যন্ত আনন্দের দিন। গৃহহীন পরিবারকে গৃহ দিতে পারছি, এটি আমার সবচেয়ে আনন্দের। আমার বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মানুষের কথাই ভাবতেন। আমাদের পরিবারের লোকদের চেয়ে তিনি গরীব অসহায় মানুষদের নিয়ে বেশি ভাবতেন এবং কাজ করেছেন। এই গৃহ প্রদান কার্যক্রম তারই শুরু করা।'

এ সময় লাইভে যুক্ত ছিল খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলা, চাপাইনবাবগঞ্জ সদর, নীলফামারীর সৈয়দপুর ও হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলা। এছাড়াও দেশের সব উপজেলা অনলাইনে যুক্ত হয়।

মুজিববর্ষ উপলক্ষে আশ্রয়ন প্রকল্প-২ এর আওতায় প্রায় নয় লাখ মানুষকে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে পাকাঘর উপহার দেয়া হচ্ছে।

প্রথম পর্যায়ে ঘর পেল প্রায় ৭০ হাজার পরিবার। আগামী মাসে আরও ১ লাখ পরিবার বাড়ি পাবে। অনুষ্ঠানে আশ্রয়ন প্রকল্পের তৈরি ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়।

Barta24 বার্তা২৪
সোমবার, ২৫ জানুয়ারি ২০২১, ১১ মাঘ ১৪২৭

রংপুর বিভাগে স্বপ্নের নীড় পেল ৯ হাজার ১৯৫ গৃহহীন পরিবার

স্বপ্নের নীড় পেল গৃহহীন পরিবার

মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উপহার হিসেবে প্রথম পর্যায়ে রংপুর বিভাগের আট জেলায় স্বপ্নের নীড় পেল ৯ হাজার ১৯৫টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার। প্রধানমন্ত্রীর কাছে এমন উপহার পেয়ে আবেগে আপ্লুত ও উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েছেন এসব পরিবারের সদস্যরা।

শনিবার (২৩ জানুয়ারি) গণভবন থেকে সারা দেশে একযোগে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এসব বাড়ি হস্তান্তরের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ সময় বাড়ি পাওয়া ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের সদস্যরা স্ব স্ব উপজেলা কার্যালয়ে অনলাইনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এরপরই সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা কর্মকর্তারা সুবিধাভোগীদের হাতে ঘরের চাবি ও জমির দলিল তুলে দেন।
রংপুর বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, মুজিববর্ষে আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর অধীনে রংপুর বিভাগে ঘর পাচ্ছেন ১৩ হাজার ১১০টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার। এরমধ্যে ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠির ৪২০টি এবং বিলুপ্ত ছিটমহলে বসবাসকারী পরিবার আছে ৮৭টি। এসব ঘর নির্মাণে ব্যয় হচ্ছে ২২৪ কোটি ১৮ লাখ ১০ হাজার টাকা।

শনিবার প্রথম পর্যায়ে রংপুর বিভাগে আট জেলায় ৯ হাজার ১৯৫টি পরিবারকে বাড়ির চাবিসহ প্রয়োজনীয় দলিল তুলে দেওয়া হয়। এর মধ্যে রংপুরে ৮১৯টি, দিনাজপুরে ৩ হাজার ২২টি, কুড়িগ্রামে ১ হাজার ৪২৯টি, গাইবান্ধায় ৮৪৬টি, নীলফামারীতে ৪৮১টি, ঠাকুরগাঁওয়ে ৭৮৯টি, পঞ্চগড়ে ১ হাজার ৫৭টি ও লালমনিরহাটে ৭৫২টি গৃহ পেয়েছেন ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারগুলো।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রতিটি ঘর নির্মাণে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ১ লাখ ৭১ হাজার টাকা। এই টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়েছে দুটি করে বেডরুম, একটি টয়লেট, একটি স্টোর রুম কাম রান্না ঘর। চারদিকে ইটের দেয়াল এবং ওপরে লাল ও সবুজ রঙের টিনের ছাদ রয়েছে। দুই শতাংশ খাস জমির ওপর এসব বাড়ি নির্মাণ করা হয়। ভূমিহীনদের দুই শতক জমির দলিল, নামজারি, জমির মালিকানা কবুলিয়ত নামা এবং ঘরের চাবি দেওয়া হয়।

বাড়িগুলো নির্মাণে সহযোগিতা করেছে সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয় ও উপজেলা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতর। রংপুরের বদরগঞ্জ উপজেলার গোপালপুর ইউনিয়নের ভিমেরগড়ের বাসিন্দা আরিফুল ইসলাম বলেন, বাহে ছইল-পইলোক (সন্তান) বাপ মাও জমি-জমা ঘরদোর করি দেয় না। সেই জাগাত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হামার কষ্ট বুঝিয়া ঘর বানেয়া দেওচে। ওই ঘর পায়া হামার খুশির জায়গা নাই।

রংপুরের পীরগাছা উপজেলার ছাওলা ইউনিয়নের গাবুড়া গ্রামের ষাটোর্ধ্ব বৃদ্ধা আমিনা বেগম বলেন, হামরা স্বপ্নেও ভাবি নাই সরকার হামাক এমন ঘর দিবে। ঘর পায়া হামরা সগাই খুশি হইছি। শেখের বেটি হামার বড় উপকার করিল।

কাউনিয়া উপজেলার আব্দুর রহমান বলেন, হামরা নদী ভাঙা মানুষ। নিজের জায়গা-জমি নাই তাই মাইনষের জায়গাত ঘর তুলি আছনো। ভাঙাচোরা ঘরত থাকি এখন ভাল ঘর পাইনো। এমন সুন্দর ঘর পায়া হামরা খুবই খুশি।

রংপুর জেলা প্রশাসক আসিব আহসান বলেন, মুজিববর্ষে বাংলাদেশের একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ ঘোষণা দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা বাস্তবে রূপ দিতে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সকলে নিরলসভাবে কাজ করছেন।

রংপুর বিভাগের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) আবু তাহের মো. মাসুদ রানা বলেন, মুজিববর্ষে রংপুর বিভাগে শুধু ‘ক’ শ্রেণির ১৩ হাজার ১১০টি ভূমিহীন এবং গৃহহীন পরিবারকে গৃহ দেওয়া হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে আজ ৯ হাজার ১৯৫টি পরিবার গৃহ পেলেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে বাকি গৃহগুলো দেওয়া হবে।

Barta24 বার্তা২৪ বাংলার, বাঙালির সংবাদ সারথি

সোমবার, ২৫ জানুয়ারি ২০২১, ১১ মাঘ ১৪২৭

প্রায় ৭০ হাজার গৃহহীন পরিবার পেলো পাকা বাড়ি

ছবি: সংগৃহীত

মুজিববর্ষ উপলক্ষে একযোগে দেশের ভূমিহীন ও গৃহহীন প্রায় ৭০ হাজার পরিবারকে পাকা বাড়ি উপহার দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

শনিবার (২৩ জানুয়ারি) গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশের ৪৯২টি উপজেলার ৬৯ হাজার ৯০৪ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে পাকা ঘরসহ বাড়ি হস্তান্তর করেন তিনি।

জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে প্রায় নয় লাখ মানুষকে জমিসহ পাকা ঘর করে দেওয়ার প্রক্রিয়া চলমান। ইতিমধ্যে প্রথম পর্যায়ে প্রায় ৭০ হাজার বাড়ি নির্মাণ হয়েছে। সেই বাড়িগুলো আজ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হস্তান্তর করেন।

দ্বিতীয় ধাপে আরও প্রায় এক লাখ পরিবারকে ঘর উপহার হিসেবে দেওয়া হবে। শুধু ঘরই নয়, প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ ও সুপেয় পানিরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি এই পরিবারগুলোর কর্মসংস্থানেও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

তিনটি প্রকল্পের মাধ্যমে এই ঘরগুলো দেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ৪১৯ কোটি ৬০ লাখ টাকায় তৈরি করা হয়েছে ২৪ হাজার ৫৩৮টি ঘর। দুর্যোগ মন্ত্রণালয়ের দুর্যোগ সহনশীল ঘর নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ৬৫৯ কোটি ৮২ লাখ টাকায় ৩৮ হাজার ৫৮৬টি ঘর এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের আওতায় ৫২ কোটি ৪১ লাখ টাকায় ৩ হাজার ৬৫টি ঘর নির্মিত হচ্ছে। প্রকল্পগুলোতে মোট ব্যয় হয়েছে ১ হাজার ১৬৮ কোটি ৭১ লাখ টাকা।

বাংলা পোস্ট
BANGLA POST
BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

জুড়ীতে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার পেল প্রধানমন্ত্রীর উপহার ঘর

Published: 23 January 2021, 6:59 PM

জুড়ী প্রতিনিধি : মুজিব শত বর্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

শনিবার (২৩শে জানুয়ারি) সকালে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে মৌলভীবাজার জেলার জুড়ী উপজেলায় আশ্রায়ন প্রকল্প-২ এর অধীনে ভার্চুয়ালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ আনুষ্ঠানিকতার উদ্বোধন করেন।গৃহপ্রদান কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধনের সাথে সাথে মৌলভীবাজার জেলার জুড়ী উপজেলায় ৭ টি পরিবার কে গৃহের মালিকানা হস্তান্তর করা হয়।

উপজেলা সভাকক্ষে আয়োজিত গৃহের মালিকানা হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার আল-ইমরান রুহুল ইসলামের সভাপতিত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা এম এ মোঈদ ফারুক, উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা বদরুল হোসেন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রিংকু রঞ্জন দাশ, সহকারী কমিশনার ভূমি মোস্তাফিজুর রহমান,জুড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি সঞ্জয় চক্রবর্তী, উপজেলা প্রকৌশলী মোঃ আবদুল মতিন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা:সমরজিৎ সিংহ,পশ্চিমজুড়ী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শ্রীকান্ত দাস, জায়ফর নগর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদির দারা, উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মামুনুর রশিদ সাজু, সাংবাদিক কল্যাণ প্রসূন চম্পু, জুড়ী উপজেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মো:তাজুল ইসলাম,আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা আব্দুল মালিক প্রমুখ।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়,জুড়ী উপজেলার বাছিরপুর গ্রামের রিতা রাণী বিশ্বাসের স্বামী তাঁকে ছেড়ে আরেকটি বিবাহ্ করে অনত্র চলে যায়।স্বামী ছেড়ে যাওয়ার পর স্বামী পরিত্যাক্তা রিতা তাঁর দুই মেয়ে নিয়ে জীবনের কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হন।নিজের জমি ও ঘর না থাকায় রিতা ভাইয়ের বাড়িতে কোনমতে কুঁড়েঘর তৈরি করে অতি কষ্টে বসবাস করে আসছিল।সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভালোবাসার উপহার আধা পাকা ঘর পেয়ে রিতার চোখে মুখে এখন শুধুই আনন্দের ছায়া।প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া মাথাগোঁজার ঠাঁই পেয়ে রিতা রানী বিশ্বাস প্রধানমন্ত্রীর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মোঃ ওমর ফারুক বলেন, এই প্রকল্পের আওতায় ১ লাখ ৭১ হাজার টাকা ব্যয়ে প্রতিটি বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে। ৪৩৫ বর্গফুটের প্রতিটি ঘরে রয়েছে দুটি বেড রুম,টয়লেট,রান্নাঘর, ও একটি বারান্দা।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার আল- ইমরান রুহুল ইসলাম সকালের সময়কে বলেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে কাজের সময়কালে এটা আমার বড় সৌভাগ্য যে সমাজের এমন প্রান্তিক মানুষদের জন্য মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দেয়ার মহতী কাজটি বাস্তবায়নের প্রত্যক্ষ সুযোগ পেয়েছি। আর সে সুযোগ তৈরি করে দেয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি

গঙ্গাচড়ায় ঘর পেলেন ৯৫ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার

Jan 23, 2021 06:06

0 85

Facebook Twitter

স্টাফ রিপোর্টার ◆ বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান উদ্বোধনের পর প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে গঙ্গাচড়ায় ঘর ও জমি পেলেন ৯৫টি পরিবার। শনিবার (২৩ জানুয়ারি) সকালে গণভবন থেকে প্রধানমন্ত্রীর ভার্চুয়ালি উদ্বোধনের পর তার অনুমতিক্রমে উপজেলা পরিষদ চত্তরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে জমির দলিল ও ঘরের চাবী হস্তান্তর করেন রংপুরের জেলা প্রশাসক মোঃ আসিব আহসান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন গঙ্গাচড়া উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আলহাজ! রুহুল আমিন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাসলীমা বেগম, ভাইস চেয়ারম্যান সাজু মিয়া লাল, রাবিয়া বেগম, সহকারি কমিশনার(ভূমি) শরিফুল ইসলাম, গঙ্গাচড়া মডেল থানার ওসি সুশান্ত কুমার সরকার, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজিজুল ইসলামসহ বিভিন্ন দপ্তরের সরকারী কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ।

'গৃহহীন পরিবারকে ঘর দিতে পারছি, এটি সবচেয়ে আনন্দের'

১২:২৩ অপরাহ্ণ জানুয়ারি ২৩, ২০২১

44 0

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ফাইল ছবি

আজকে আমার অত্যন্ত আনন্দের দিন। গৃহহীন পরিবারকে ঘর দিতে পারছি, এটি আমার সবচেয়ে আনন্দের বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

তিনি বলেন, আমার বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মানুষের কথাই ভাবতেন। আমাদের পরিবারের লোকদের চেয়ে তিনি গরিব অসহায় মানুষদের নিয়ে বেশি ভাবতেন এবং কাজ করেছেন। এই গৃহ প্রদান কার্যক্রম তারই শুরু করা।

আজ শনিবার (২৩ জানুয়ারি) গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও ঘর প্রদান কর্মসূচির উদ্বোধনের পর প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন। এদিন দেশের ৪৯২ উপজেলার প্রায় ৭০ হাজার পরিবারকে পাকাঘর হস্তান্তর করেন তিনি।

এ সময় লাইভে যুক্ত ছিল খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, নীলফামারীর সৈয়দপুর ও হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলা। এছাড়াও দেশের সব উপজেলা অনলাইনে যুক্ত হয়।

মুজিববর্ষ উপলক্ষে আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর আওতায় প্রায় নয় লাখ মানুষকে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে পাকাঘর উপহার দেওয়া হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে ঘর পেল প্রায় ৭০ হাজার পরিবার। আগামী মাসে আরো একলাখ পরিবার বাড়ি পাবে। অনুষ্ঠানে আশ্রয়ণ প্রকল্পের তৈরি ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়।

সারা দেশে প্রায় ৮ লাখ ৮৫ হাজারের বেশি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবার রয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১ লাখ ২৯ হাজার ১৯৭, ময়মনসিংহ বিভাগে ৩৬ হাজার ৩, চট্টগ্রাম বিভাগে ১ লাখ ৬১ হাজার ২৯৭, রংপুর বিভাগে ১ লাখ ৮৩ হাজার ৮৩৪, রাজশাহী বিভাগে ৯৬ হাজার ৫০৪, খুলনা বিভাগে ১ লাখ ৪২ হাজার ৪১১, বরিশাল বিভাগে ৮০ হাজার ৫৮৪ এবং সিলেট বিভাগে ৫৫ হাজার ৬২২টি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী (মুজিববর্ষ) উপলক্ষে তালিকায় থাকা এসব ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে ঘর করে দিচ্ছে সরকার।

ইতোমধ্যে ২১ জেলার ৩৬ উপজেলায় ৪৪টি প্রকল্প গ্রামে ৭৪৩টি ব্যারাক নির্মাণের মাধ্যমে ৩ হাজার ৭১৫টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

একই সঙ্গে একক গৃহ ও ব্যারাকে মোট ৬৯ হাজার ৯০৪টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে জমি ও ঘর দেওয়ার ঘটনা বিশ্বে এটাই প্রথম।

'স্বপ্ননীড়ে' ঘর পেল ৭০ হাজার গৃহহীন পরিবার

১১:০৭ পূর্বাহ্ণ জানুয়ারি ২৩, ২০২১

47 0

মুজিববর্ষ উপলক্ষে দেশের ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারগুলোকে জমি ও গৃহ প্রদান কর্মসূচির উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এটিই বিশ্বে গৃহহীন মানুষকে বিনামূল্যে ঘর করে দেওয়ার সবচেয়ে বড় কর্মসূচি। এর মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে নতুন ইতিহাস গড়লো বাংলাদেশ।

আজ শনিবার (২৩ জানুয়ারি) গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশের ৪৯২টি উপজেলার প্রায় ৭০ হাজার পরিবারকে পাকা ঘরসহ বাড়ি হস্তান্তর করেন প্রধানমন্ত্রী।

এ সময় লাইভে সংযুক্ত ছিল- খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলা, চাপাইনবাবগঞ্জ সদর, নীলফামারীর সৈয়দপুর ও হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলা প্রশাসন। পাশাপাশি, দেশের সব উপজেলাই অনলাইনে এ অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়েছে।

মুজিববর্ষ উপলক্ষে আশ্রয়ন প্রকল্প-২ এর আওতায় প্রায় ৯ লাখ মানুষকে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া চলছে। এ মাসে ৭০ হাজারের পাশাপাশি আগামী মাসে আরও ১ লাখ পরিবার বাড়ি পাবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মের ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে মুজিব শতবর্ষ পালন করছে সরকার। বছরটিকে স্মরণীয় করে রাখতে জাতির পিতার উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের ভূমি ও গৃহহীন আট লাখ ৮২ হাজার ৩৩টি পরিবারকে ঘর ও জমি দেওয়ার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। আজ উদ্বোধনের পর পর্যায়ক্রমে এ তালিকার সবাই এই সুবিধা পাবে।

উপকারভোগীদের মধ্যে যাদের জমি আছে, তারা শুধু ঘর পাবে। যাদের জমি নেই তারা ২ শতাংশ জমি পাবে (বন্দোবস্ত)। দুই কক্ষবিশিষ্ট প্রতিটি ঘর তৈরিতে খরচ হচ্ছে এক লাখ ৭১ হাজার টাকা। সরকারের নির্ধারিত একই নকশায় হচ্ছে এসব ঘর। রান্নাঘর, সংযুক্ত টয়লেট থাকছে। টিউবওয়েল ও বিদ্যুৎ সংযোগও দেওয়া হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে থাকা আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এই কাজ করছে। খাসজমিতে গুচ্ছ ভিত্তিতে এসব ঘর তৈরি হচ্ছে। কোথাও কোথাও এসব ঘরের নাম দেওয়া হচ্ছে 'স্বপ্ননীড়', কোথাও নামকরণ হচ্ছে 'শতনীড়', আবার কোথাও 'মুজিব ভিলেজ'।

বাংলাদেশের একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না: প্রধানমন্ত্রী

১:৩৭ অপরাহ্ণ জুলাই ২৩, ২০২০

35 0

জতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীতে আমাদের লক্ষ্য বাংলাদেশের একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না। প্রত্যেকটি মানুষকে যেভাবে পারি ঘর করে দেবো বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

তিনি বলেন, আমরা জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করছি। জাতির পিতার স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশ হবে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ। আমরা জাতির পিতার সেই স্বপ্ন পূরণে এগিয়ে যাচ্ছি।

আজ বৃহস্পতিবার (২৩ জুলাই) সকালে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে জলবায়ু উদ্বাস্তুদের জন্য নির্মিত কক্সবাজারে খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্প উদ্বোধনকালে সময় তিনি এ কথা বলেন। উদ্বোধন শেষে জলবায়ু উদ্বাস্তু ৬০০ পরিবারের কাছে ফ্ল্যাটের চাবি হস্তান্তর করেন শেখ হাসিনা।

এর আগে প্রধানমন্ত্রী তার উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেন, এই প্রকল্পের মাধ্যমে খুরুশকুলের চেহারা বদলে যাবে। এখানে স্কুল, মসজিদ, মাদরাসা, গির্জা ও প্যাগোডা গড়ে উঠবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, কক্সবাজার আমাদের পর্যটক এলাকা। কক্সবাজারের সৈকতে বিশাল ঝাউবন এটা জাতির পিতার নির্দেশেই করা হয়েছিল যেন প্রাকৃতিক জলোচ্ছ্বাস থেকে কক্সবাজার শহরটা রক্ষা করা যায়। জাতির পিতার স্বপ্ন কক্সবাজার আরও সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে চাই পর্যটন শহর হিসেবে।

তিনি বলেন, আমাদের সমুদ্র সৈকতটা সারাবিশ্বের মধ্যে সব থেকে দীর্ঘ সমুদ্র সৈকত। এতো সুন্দর এতো দীর্ঘ এবং যেখানে বালু আছে, বালুময় সমুদ্র সৈকত পৃথিবীর আর কোনো দেশে নেই। এতো চমৎকার একটা জিনিস সেটা দেশের মানুষ এবং বিশ্বব্যাপী সবাই যেন উপভোগ করতে পারে সে লক্ষ্য নিয়ে এই অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ নিই। বিমানবন্দরটাকে এমনভাবে উন্নত করতে চাই, যেখানে হয়তো সারা বিশ্ব থেকে অনেকে আসতে পারবে, যত বড় বিশাল বিমান হোক নামতে পারবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিমানবন্দর নির্মাণ করতে গিয়ে দেখলাম জলবায়ু পরিবর্তন, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের কারণে অনেকে ঘরবাড়ি, ভিটামাটি হারিয়ে উদ্বাস্তু হয়ে আছেন। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম তাদের পুনর্বাসন করব। সেই চিন্তা থেকেই এই প্রকল্প। এখানে নতুন শহরের মধ্যে মানুষ বসবাস করতে পারবে।

‘আল্লাহ প্রধানমন্ত্রীকে খুব বালা রাহুক’

রুমন চক্রবর্তী || রাইজিংবিডি.কম

প্রকাশিত: ১৪:০১, ২৩ জানুয়ারি ২০২১ আপডেট: ১৪:০৫, ২৩ জানুয়ারি ২০২১

Facebook Messenger Print Copy Link

‘জীবনতো অহন শেষই, তবুও আল্লাহ হইতো কয়েকটা দিন কফালে সুখ রাখছিল, তাই একটা বাড়ি পাইতাছি। আল্লাহ প্রধানমন্ত্রীকে খুব বালা রাহুক।’

প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া উপহারের ঘর পেয়ে কথাগুলো বলছিলেন কিশোরগঞ্জের মারজাহান বেগম। তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় তার স্বামী মারা যান। গত ৩০ বছর ধরে যুদ্ধ করে ছেলেকে বড় করে তুলেছেন। জীবনের শেষ বেলায় তিনি পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া ঘর।

শুধু মারজাহান বেগম নয়, তার মতো ৬১৬ পরিবার পেয়েছে একটি করে ঘর ও ২ শতাংশ খাস জমি।

শনিবার (২৩ জানুয়ারি) সকালে গণভবন থেকে ঠিকানাবিহীন পরিবারকে বাড়ি হস্তান্তর অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আজ সারা দেশে ৬৬ হাজার ১৮৯ পরিবার ঘর ও জমি পেলো।

কিশোরগঞ্জের বাজিতপুরের শাহপুর গ্রামের মোমেনা খাতুন। ২০ বছর আগে স্বামী মারা যায়। এরপর শুরু হয় তার বেঁচে থাকার লড়াই। স্বামী মারা যাওয়ার পরপরই শিকার হোন নদী ভাঙনের। হারিয়ে যায় বাসস্থানের জায়গাটুকুও। ছোট সন্তানদের লালনপালন করতে বছরের পর বছর ঠিকানাহীন জীবন পার করছেন। পরিবারে রয়েছে ছোট ছোট দুই ছেলে ও এক মেয়ে। তাদের আহার জোগাতে কখনও অন্যের বাড়িতে কাজ করেন। এখন ঘর পেয়ে খুব খুশি তিনি।

বাজিতপুরের শোভারামপুরের উষা বেগম বলেন, ‘স্বামী মরণের পর থেকে দুই মাইয়া লইয়া মাইনষের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছি। পুলাপাইনডিরে লইয়া কত সময় না খাইয়া থাকছি। কেও জিগাও না।’ তাই গরিব-অসহায় মানুষের পাশে এভাবে দাঁড়ানোর জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

এসব ঘর পেয়ে আনন্দে আত্মহারা মোমেনা খাতুন, মারজাহান বেগম, উষা বেগমসহ আরও অনেকে।

জেলা প্রশাসন সূত্র জানিয়েছে, জেলার ১৩টি উপজেলার মধ্যে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলায় ১০, হোসেনপুর উপজেলায় ২৯, কটিয়াদী উপজেলায় ৫৯, পাকুন্দিয়া উপজেলায় ৫১, করিমগঞ্জ উপজেলায় ৩১, তাড়াইল উপজেলায় ৫৩, ইটনা উপজেলায় ১৯৯, মিঠামইন উপজেলায় ৯, অষ্টগ্রাম উপজেলায় ৩৭, বাজিতপুর উপজেলায় ৪৯, নিকলী উপজেলায় ২৪, কুলিয়ারচর উপজেলায় ২৯ এবং ভৈরব উপজেলায় ৩৯ ঘর বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, ইটনা উপজেলায় দুইটি ব্যারাকে মোট ২৭০টি ঘর গৃহহীনদের মাঝে হস্তান্তর করা হবে।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শামীম আলম রাইজিংবিডিকে জানান, কিশোরগঞ্জ জেলার ১৩ উপজেলায় ৬১৬টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও ঘর দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে এসব ঘরে বিদ্যুৎ ও খাবার পানীয়ের জন্য টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়েছে।’

ঢাকা সোমবার ২৫ জানুয়ারি ২০২১ || মাঘ ১১ ১৪২৭ || ১০ জমাদিউস সানি ১৪৪২

ঘর ও জমি পেলো ৬৬ হাজার পরিবার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক || রাইজিংবিডি.কম

প্রকাশিত: ১১:২১, ২৩ জানুয়ারি ২০২১ আপডেট: ১৬:৩৬, ২৩ জানুয়ারি ২০২১

মুজিববর্ষের উপহার হিসেবে ঘর ও ২ শতাংশ করে খাস জমি পেলো ৬৬ হাজার ১৮৯ পরিবার।

শনিবার (২৩ জানুয়ারি) সকালে ঠিকানাবিহীন পরিবারকে বাড়ি হস্তান্তর অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'দেশে কোনো মানুষ গৃহহীন থাকবে না। আর মুজিববর্ষে এটাই সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান। আরও ১ লাখ ঘর তৈরির কাজ দ্রুত শুরু করা হবে। মুজিববর্ষে কোনো মানুষ গৃহহীন থাকবে না।'

শেখ হাসিনা বলেন, 'এতো অল্প সময়ে ভূমিহীন ও ঘরহীনদের জন্য ঘর তৈরি করায় যারা এর সঙ্গে কাজ করেছেন সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। করোনাকালেও ঘর তৈরি করতে গিয়ে সরকারি কর্মচারীরা যে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করেছেন তা অতুলনীয়। এর সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন স্থানীয় সংসদ সদস্যরা। সবার সম্মিলিত প্রয়াসে এতো বড় দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয়েছে।'

অন্যান্য অবহেলিত মানুষের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আমরা হিজড়াদের স্বীকৃতি দিয়েছি, দলিত শ্রেণিদের উচ্চমানের ফ্ল্যাট তৈরি করে দিয়েছে। চা শ্রমিক, বেদে পল্লীদের জন্যও আমরা কাজ করেছি।'

প্রতিটি বাড়ির সামনে রয়েছে চলাচলের জন্য খানিকটা খোলা জায়গা। রয়েছে বাগান করার ব্যবস্থা। সেমি পাকা এসব বাড়ির প্রতিটিতে আছে একটি বারান্দা, দুটি শোবার ঘর, একটি করে গোসলখানা, টয়লেট ও রান্নাঘর।

নির্ভীক নিরপেক্ষ
চট্টগ্রামের সময়

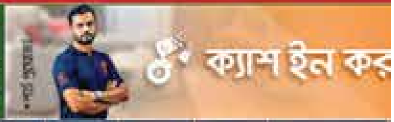

সারা বিশ্বের কাছে এক অনন্য দৃষ্টান্ত প্রধানমন্ত্রীর নেয়া আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প;গৃহহীন ৭০ হাজার পরিবার পেল ঘর

on: জানুয়ারি ২৩, ২০২১ In: আঞ্চলিক চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম, জাতীয়, প্রধান সংবাদ, সারাদেশ   Print Email

ডেস্ক রিপোর্টঃ

বাংলাদেশ তথা সারা বিশ্বের কাছে এক অনন্য উদাহরণ ও নজির সৃষ্টি করেছে প্রধানমন্ত্রীর নেয়া **আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প** 'মুজিব বর্ষে একটা মানুষও ভূমিহীন থাকবে না, গৃহহীন থাকবে না। জাতির জনকের জন্মশত বার্ষিকীকে স্মরণীয় করে রাখতে প্রধানমন্ত্রী এ কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন।যা প্রধানমন্ত্রীর নেয়া এক যুগান্তকারী প্রদক্ষেপ। **আশ্রয়ণের অধিকার, শেখ হাসিনার উপহার'এই স্লোগানে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের মাধ্যমে ১,৫৩,৭৭৭টি গৃহহীন পরিবারকে তাদের নিজ জমিতে ঘর নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে।** আজকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণে দেশের ৪৯২টি উপজেলার প্রায় ৭০ হাজার পরিবারকে পাকা ঘরসহ বাড়ি হস্তান্তর করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এসময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজকে আমার অত্যন্ত আনন্দের দিন। ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও ঘর প্রদান করতে পারা বড় আনন্দের।

শেখ হাসিনা বলেন, 'মুজিব বর্ষে একটা মানুষও ভূমিহীন থাকবে না, গৃহহীন থাকবে না। মুজিব বর্ষে কোনো লোক যেন গৃহহারা না থাকে সে বিষয়গুলো আপনারা দেখবেন অনেকেই এগিয়ে আসছে।

'সেই সাথে আমরা প্রত্যেকটি ঘরে আলো জ্বালাবো, বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়িয়েছি, দেশের ৯৭ ভাগ মানুষ বিদ্যুৎ পাচ্ছে। ২০২১ সালে আমরা যখন স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করব, প্রত্যেকের ঘরেই কিন্তু আলো জ্বলবে, আমরা সেইভাবেই পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করব এবং আমরা বাস্তবায়নও করে যাচ্ছি। রাস্তা ঘাট স্কুল, ব্রিজ সবকিছু আমরা ব্যাপক ভাবে করে দিচ্ছি।

"আশ্রয়ণের অধিকার, শেখ হাসিনার উপহার"
আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের মাধ্যমে ১,৫৩,৭৭৭টি গৃহহীন পরিবারকে তাদের নিজ জমিতে ঘর নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে।

আজ শনিবার (২৩ জানুয়ারি) গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও ঘর প্রদান কর্মসূচির উদ্বোধনের পর প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন। এদিন দেশের ৪৯২ উপজেলার প্রায় ৭০ হাজার পরিবারকে পাকাঘর হস্তান্তর করেন তিনি। এ সময় লাইভে যুক্ত ছিল দেশের সব উপজেলা অনলাইনে যুক্ত হয়।

শেখ হাসিনা বলেন, আজকে আমার অত্যন্ত আনন্দের দিন। গৃহহীন পরিবারকে গৃহ দিতে পারছি, এটি আমার সবচেয়ে আনন্দের। আমার বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মানুষের কথাই ভাবতেন। আমাদের পরিবারের লোকদের চেয়ে তিনি গরীব অসহায় মানুষদের নিয়ে বেশি ভাবতেন এবং কাজ করেছেন। এই গৃহ প্রদান কার্যক্রম তারই শুরু করা।'

'আশ্রয়ণের অধিকার, শেখ হাসিনার উপহার'

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের মাধ্যমে ১,৫৭,০৭৩টি ভূমিহীন পরিবারকে আবাস দিয়ে জমিসহ ঘর নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে।

মুজিববর্ষ উপলক্ষে আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর আওতায় প্রায় নয় লাখ মানুষকে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে পাকাঘর উপহার দেয়া হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে ঘর পেল প্রায় ৭০ হাজার পরিবার। আগামী মাসে আরো ১ লাখ পরিবার বাড়ি পাবে। অনুষ্ঠানে আশ্রয়ণ প্রকল্পের তৈরি ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়।

প্রসঙ্গত, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মের ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে মুজিব শতবর্ষ পালন করছে সরকার। বছরটিকে স্মরণীয় করে রাখতে জাতির পিতার উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের ভূমি ও গৃহহীন আট লাখ ৮২ হাজার ৩৩টি পরিবারকে ঘর ও জমি দেওয়ার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। আজ উদ্বোধনের পর পর্যায়ক্রমে এ তালিকার সবাই এই সুবিধা পাবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে সারাদেশে ৭০ হাজার ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ঘর ও জমির দলিল হস্তান্তরকালে মোনাজাতে অংশ নেন (শনিবার, ২৩ জানুয়ারি ২০২১)।-

উপকারভোগীদের মধ্যে যাদের জমি আছে, তারা শুধু ঘর পাবে। যাদের জমি নেই, তারা ২ শতাংশ জমি পাবে (বন্দোবস্ত)। দুই কক্ষবিশিষ্ট প্রতিটি ঘর তৈরিতে খরচ হচ্ছে এক লাখ ৭১ হাজার টাকা। সরকারের নির্ধারিত একই নকশায় হচ্ছে এসব ঘর। রান্নাঘর, সংযুক্ত টয়লেট থাকছে। টিউবওয়েল ও বিদ্যুৎ সংযোগও দেওয়া হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে থাকা আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এই কাজ করছে। খাসজমিতে গুচ্ছ ভিত্তিতে এসব ঘর তৈরি হচ্ছে। কোথাও কোথাও এসব ঘরের নাম দেওয়া হচ্ছে 'স্বপ্ননীড়', কোথাও নামকরণ হচ্ছে 'শান্তিনীড়', আবার কোথাও 'মুজিব ভিলেজ'।

সরকারের এই উদ্যোগ বিশ্বের ইতিহাসে নতুন সংযোজন বলে জানিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। এই প্রকল্পের পরিচালক মাহবুব হোসেন বলেন, 'আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্ব ইতিহাসে নতুন রেকর্ড গড়তে যাচ্ছে। এটা বাংলাদেশের বিশাল অর্জন। নীচে তুলে ধরা হল সারাদেশের আশ্রয়ণ প্রকল্পের চিত্র:

চট্টগ্রামের ১৫টি উপজেলায় ৫৩৮টি ঘর প্রস্তুত রাখা হয়েছে। রাঙ্গুনিয়ায় ৬৫টি, পটিয়ায় ১১৫টি, চন্দনাইশে ৭৫টি, সাতকানিয়ায় ৩০টি, লোহাগাড়ায় ১৮টি, বাঁশখালীতে ২৫টি, ফটিকছড়িতে ১৮৫টি ও কর্ণফুলী উপজেলায় ২৫টি ঘর প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

সিলেট জেলার ১৩টি উপজেলার বিভিন্ন এলাকার ভূমি ও গৃহহীন ৪ হাজার ১৭৮টি পরিবারের ঠাঁই হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ণ প্রকল্প 'স্বপ্ননীড়'। ইতোমধ্যে ১৪০৬টি ঘর প্রস্তুত করে উপকারভোগীদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। সিলেট সদরে ১৪৪টি, দক্ষিণ সুরমায় ১২০টি, বিশ্বনাথে ৬৬৯টি, ওসমানীনগরে ৫৩৫টি, বালাগঞ্জে ৮৭৫টি, বিয়ানীবাজারে ১০৪টি, গোলাপগঞ্জে ২০০টি, ফেঞ্চুগঞ্জে ১৫০টি, গোয়াইনঘাটে ৫০০টি, কানাইঘাটে ১৯৪টি, জৈন্তাপুরে ৩৬০টি, জকিগঞ্জে ১৫০টি এবং কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় ২৫০টি ঘর নির্মাণ করে দিচ্ছে সরকার।

রাজশাহীর ৯ উপজেলায় ৬৯২টি পরিবারের জন্য বরাদ্দ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে গোদাগাড়ি ২৮০টি, তানোরে ৫৭টি, মোহনপুরে ১৬টি, বাগমারায় ১৭৫টি, দুর্গাপুরে ৩২টি, পুঠিয়ায় ৫৪টি, চারঘাটে ১৫টি, বাঘায় ১৬টি এবং পবায় ৪৭টি পরিবার ঘর পাচ্ছে।

খুলনা জেলায় 'ক' শ্রেণির তালিকাভুক্ত ভূমিহীন ও গৃহহীন ৫ হাজার ৮৮টি পরিবারকে পর্যায়ক্রমে ঘর প্রদান করা হবে। জেলার ৯টি উপজেলায় প্রথম পর্যায়ে ৯২২টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের জন্য একটি করে সেমিপাকা ঘর নির্মাণ করা হয়েছে।

বরিশালের ১ হাজার ৫৫৬ জন হতদরিদ্র পরিবার পাচ্ছেন ঘর। শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে ১০০৯ পরিবারের হাতে জমি ও ঘরের মালিকানাপত্র হস্তান্তর করা হয়। বাকি ৫৪৭ পরিবার আগামী জুনের আগেই এ সুবিধার আওতায় আসবে। সদর উপজেলায় ১৫৭ জন, বাকেরগঞ্জে ১২০ জন, মেহেন্দিগঞ্জে ১৫২ জন, উজিরপুরে ৭০ জন, বানারীপাড়ায় ২০০ জন, গৌরনদীতে ২০০ জন, মুলাদীতে ৩০০ জন, বাবুগঞ্জে ১৭০ জন, হিজলায় ৫১ জন ও আগৈলঝাড়ায় ৩৬ জন হতদরিদ্র পরিবারকে ২ শতাংশ জমির ওপর নির্মিত আধাপাকা একটি ঘর দেওয়া হবে।

৭০ হাজার গৃহহীন পরিবারকে পাকা ঘর উপহার দিলেন প্রধানমন্ত্রী

১২:০২ অপরাহ্ণ। শনিবার, জানুয়ারী ২৩, ২০২১ ফিচার

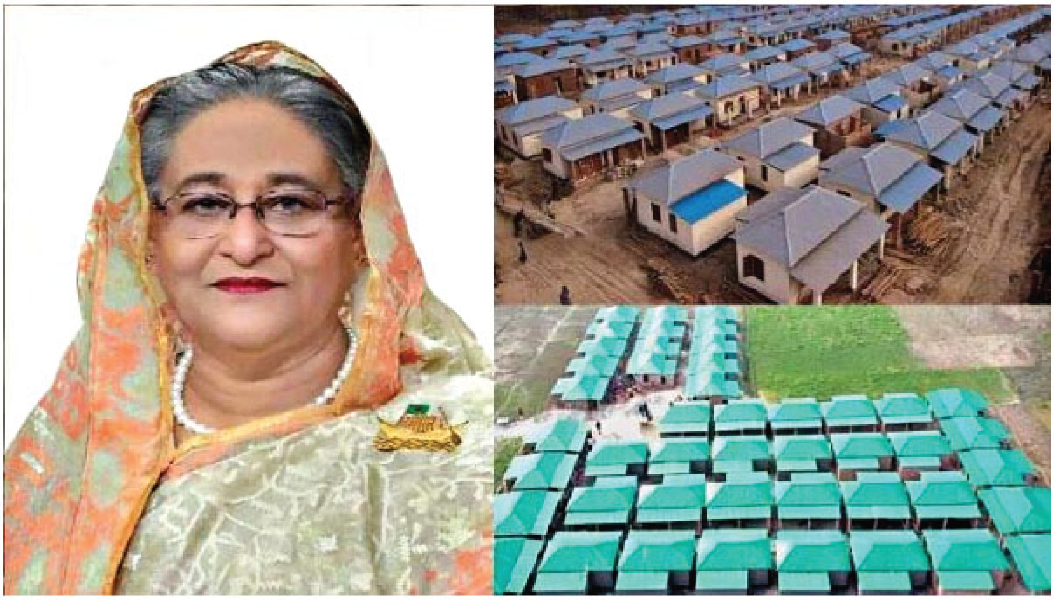

সময়ের কণ্ঠস্বর, ঢাকা- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল দেশের কোনো মানুষ আশ্রয়হীন থাকবে না। পিতার সেই স্বপ্ন পূরণে মুজিববর্ষ উপলক্ষে সারাদেশের গৃহহীন-ভূমিহীনদের 'স্বপ্নের ঠিকানা' উপহার দিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রায় ৭০ হাজার ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবার পেলেন আধাপাকা বাড়ি।

শনিবার (২৩ জানুয়ারি) সকালে মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান কর্মসূচির উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এদিন ৬৬ হাজার ১৮৯টি পরিবারকে ঘর বুঝিয়ে দেওয়া হবে। একযোগে এত ভূমিহীন-গৃহহীন মানুষকে জমি ও ঘর করে দেওয়ার ঘটনা বিশ্বে এটিই প্রথম।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই অনুষ্ঠানে তার সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে যুক্ত হন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং ৪৯২টি উপজেলা প্রান্ত ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে সংযুক্ত হয় অনুষ্ঠানে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, এটিই বিশ্বে গৃহহীন মানুষকে বিনামূল্যে ঘর করে দেওয়ার সবচেয়ে বড় কর্মসূচি। এর মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে নতুন ইতিহাস গড়লেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

দেশে ভূমিহীন ও গৃহহীন অসহায় মানুষদের মধ্যে যাদের ভূমি নেই তাদের সরকারের খাস জমি থেকে দুই শতাংশ ভিটে এবং ঘর দিচ্ছে সরকার। যাদের ভিটে আছে ঘর নেই তাদের ঘর দিচ্ছে সরকার।

প্রতিটি ঘর দুই কক্ষ বিশিষ্ট। এতে দুটি রুম ছাড়াও সামনে একটি বারান্দা, একটি টয়লেট, একটি রান্নাঘর এবং একটি খোলা জায়গা থাকবে। পুরো ঘরটি নির্মাণের জন্য খরচ হবে এক লাখ ৭১ হাজার টাকা এবং মালামাল পরিবহনের জন্য চার হাজার টাকা দেওয়া হবে প্রতি পরিবারকে।

ফরিদপুরে গৃহহীনদের বুঝিয়ে দেয়া হলো ১৪৮০টি ঘর

২:২৬ অপরাহ্ন। রবিবার, জানুয়ারী ২৪, ২০২১ ঢাকা

হারুন-অর-রশীদ, ফরিদপুর প্রতিনিধি- ফরিদপুরে ৯টি উপজেলার গৃহহীনদের জন্য নির্মাণকৃত ১৪৮০টি সেমি পাকা ঘর বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে গৃহহীনদের মাঝে।

এ উপলক্ষে শনিবার (২৩ জানুয়ারী) সকাল সাড়ে ১০টায় গণভবনে আয়োজিত ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সারাদেশে ৬৬ হাজার ১শত ৮৯টি ঘরের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের পর পরই ফরিদপুরের সদর উপজেলার হলরুমে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক অতুল সরকার সদর উপজেলার গৃহহীনের মাঝে ঘরের চাবি ও জমির দলিল তুলে দেন।

সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ মাসুম রেজার সভাপতিত্বে এসময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, পুলিশ সুপার মোঃ আলিমুজ্জামান (বিপিএম সেবা), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) দীপক কুমার রায়, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুর রাজ্জাক মোল্যা, উপজেলা প্রকৌশলী আজাহারুল ইসলামসহ সরকারী কর্মকর্তা, মুক্তিযোদ্ধা, সাংবাদিক, ঘরের সুবিধা ভোগীরা। একই সাথে জেলার প্রতিটি উপজেলায় বুঝিয়ে দেয়া হয় গৃহহীনদের মাঝে ঘর।

এসময় ঘর পেয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন গৃহহীন হয়ে থাকা এইসব গৃহহীন মানুষেরা। তারা ঘর পেয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানান।

মুজিব বর্ষে প্রধানমন্ত্রীর উপহার: হতদরিদ্র মানুষ পেলো জমিসহ ঘর

By **admin** January 23, 2021

34 0

Facebook Twitter Pinterest

দখিনের সময় ডেস্ক ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের ইতিহাসে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করছেন। গতকাল শনিবার সরকার সারা দেশে ৬৬ হাজার ১৮৯টি অসহায় পরিবারকে আধাপাকা ঘর ও জমি দিয়েছেন। গতকাল সকালে প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি এই ঐতিহাসিক কাজের উদ্বোধন করেন তিনি। এ সময় প্রধানমন্ত্রী চার জেলার উপকারভোগীদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সরাসরি কথা বলেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মের ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে মুজিব শতবর্ষ পালন করছে সরকার।
বছরটিকে স্মরণীয় করে রাখতে জাতির পিতার উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের ভূমি ও গৃহহীন আট লাখ ৮২ হাজার ৩৩টি পরিবারকে ঘর ও জমি দেওয়ার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। গতকাল উদ্বোধনের পর পর্যায়ক্রমে এ তালিকার সবাই এই সুবিধা পাবে।

উপকারভোগীদের মধ্যে যাদের জমি আছে, তারা শুধু ঘর পাবে। যাদের জমি নেই, তারা ২ শতাংশ জমি পাবে (বন্দোবস্ত)। দুই কক্ষবিশিষ্ট প্রতিটি ঘর তৈরিতে খরচ হচ্ছে এক লাখ ৭১ হাজার টাকা। সরকারের নির্ধারিত একই নকশায় হচ্ছে এসব ঘর। রান্নাঘর, সংযুক্ত টয়লেট থাকছে। টিউবওয়েল ও বিদ্যুৎ সংযোগও দেওয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে থাকা আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এই কাজ করছে। খাসজমিতে গুচ্ছ ভিত্তিতে এসব ঘর তৈরি হচ্ছে। কোথাও কোথাও এসব ঘরের নাম দেওয়া হচ্ছে 'স্বপ্ননীড়', কোথাও নামকরণ হচ্ছে 'শতনীড়', আবার কোথাও 'মুজিব ভিলেজ'।

সরকারের এই উদ্যোগ বিশ্বের ইতিহাসে নতুন সংযোজন বলে জানিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। এই প্রকল্পের পরিচালক মাহবুব হোসেন বলেন, 'আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্ব ইতিহাসে নতুন রেকর্ড গড়তে যাচ্ছে। এটা বাংলাদেশের বিশাল অর্জন।' প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ এই উপহারের ঘর কেমন হচ্ছে। যারা ঘর ও জমি পাচ্ছে, তাদের অনুভূতি কেমন, তা জানতে এই প্রতিবেদক নারায়ণগঞ্জ, সাতক্ষীরা ও খুলনার একাধিক উপকারভোগীর সঙ্গে সরেজমিনে কথা বলেছেন।

সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার ঈশ্বরীপুর গ্রামের আটটি পরিবারকে ঘর দেওয়া হচ্ছে। এই তালিকার একজন জন্ম প্রতিবন্ধী শহিদুল গাজী পেশায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। রাস্তার মোড়ে ঝালমুড়ি বিক্রি করেন। স্ত্রী মর্জিনা ও আট বছর বয়সী ছেলে তানভীরকে নিয়ে থাকেন একটি ভাঙা ঘরে, তা-ও অন্যের জমিতে। গত শুক্রবার তাঁর সঙ্গে কথা হয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে প্রস্তুত হওয়া ঘরের সামনে। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বলেন, 'কী আর বলব, জীবনে এমন একটা ঘরে থাকব, ভাবতেও পারিনি। যখন স্থানীয় ভূমি অফিস থেকে আবেদন করতে বলল, আবেদন করছি; কিন্তু ঘর পাব বিশ্বাস করিনি। ভাবছি টাকা-পয়সা ছাড়া ঘর দেবে? আমি টাকা দেব কোত্থেকে?' প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগসহ বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয় এই কাজের সঙ্গে যুক্ত।
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. এনামুর রহমান বলেন, 'দেশের অনেক এলাকায় এসব ঘর নির্মাণ কার্যক্রম তদারকি করতে গিয়েছি। যাঁরা ঘর পাচ্ছেন তাঁদের মুখে যে তৃপ্তির ছাপ দেখেছি, তা আর কোনোভাবে পাওয়া সম্ভব না। এটা সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক ইচ্ছার কারণে।' নীলফামারী জেলায় ৬৩৭টি পরিবার ঘর পাচ্ছে। এর মধ্যে আছে সদর উপজেলায় ৯৯, সৈয়দপুরে ৩৪, ডোমারে ৩৮, ডিমলায় ১৮৫, জলঢাকায় ১৪১ ও কিশোরগঞ্জ উপজেলায় ১৪০টি পরিবার। বসতভিটার জন্য উপকারভোগীদের মধ্যে ১২.৭৪ একর জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।
ডোমারের কেতকিবাড়ী ইউনিয়নের তেতুলতলা প্রধানপাড়া গ্রামের দিনমজুর আইনুল হকের স্ত্রী মর্জিনা খাতুন বলছিলেন, 'হাজার শুকরিয়া। পাকা বাড়িত থাকির পারিম সেইটা আছিল হামার স্বপন। প্রধানমন্ত্রীর দয়ায় সেই স্বপন মোর পূরণ হইল।' সৈয়দপুর উপজেলার কামারপুকুর ইউনিয়নে খাসজমিতে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ৩৪টি ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। যশোরের মণিরামপুরে ২৬২টি পরিবার ঘর পাচ্ছে। এর মধ্যে গতকাল শনিবার ১৯৯টি ঘর হস্তান্তর করা হয়।

সিরাজগঞ্জের কাজিপুর উপজেলার ৩৫টি পরিবার প্রধানমন্ত্রীর উপহার পাচ্ছে। এর মধ্যে সোনামুখী ইউনিয়নের তিনটি, চালিতাডাঙ্গা ইউনিয়নের ৯, মাইজবাড়ী ইউনিয়নের ১৪, গান্ধাইল ইউনিয়নের পাঁচ ও কাজিপুর সদর ইউনিয়নের চারটি পরিবার রয়েছে। নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলায় গতকাল শনিবার ২০টি পরিবারকে ঘর বুঝিয়ে দেওয়া হয়। পর্যায়ক্রমে ২০০টি ভূমিহীন পরিবারকে 'মুজিববর্ষের উপহার' এই ঘর দেওয়া হবে। দিনাজপুরের বোচাগঞ্জ উপজেলার ছয় ইউনিয়নে ৪৩০টি পরিবার ঘর পাচ্ছে। বয়স্কদের ৪৪টি, দিনমজুর ২৩৫টি, মুক্তিযোদ্ধা তিন, বিধবা ৩০, প্রতিবন্ধী ১২, ভিক্ষুক ২৭, ক্ষুদ্রজাতির ৭৮ ও তৃতীয় লিঙ্গের একটি পরিবারকে ঘর দেওয়া হচ্ছে। কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলায় প্রথম পর্যায়ে ২১টি এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ৩৫টি পরিবারকে ঘর দেওয়া হচ্ছে।

কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারী উপজেলায় ২০০ পরিবার ঘর পাচ্ছে। এর মধ্যে সদর ইউনিয়নে ৩১টি, জয়মনিরহাটে ৯, আন্ধারিঝাড়ে তিন, পাইকেরছড়ায় ২১, বলদিয়ায় ২৩, চরভূরুঙ্গামারীতে ১৫, শিলখুড়িতে ২৬, পাথরডুবীতে চার, তিলাইয়ে ১৮ ও বঙ্গসোনাহাট ইউনিয়নে ৫০টি ঘর তৈরি করা হয়েছে। সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলায় ১০৪টি পরিবার ঘর পাচ্ছে। এর মধ্যে প্রথম ধাপে ৩০টি ঘর প্রস্তুত হয়েছে। আজ এগুলোর চাবি উপকারভোগীদের কাছে হস্তান্তর করা হবে। আরো ২০টি ঘরের কাজ চলছে। নাটোরের বড়াইগ্রামে ১৬০টি পরিবারের জন্য বরাদ্দ দেওয়া ঘর তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। আজ হস্তান্তর করা হবে।

শরীয়তপুরের ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, জেলার ছয় উপজেলায় ৬৯৯টি ঘর তৈরি করা হয়েছে। সদরে ৫০টি, নড়িয়ায় ১২১, জাজিরায় ৫৪, ডামুড্যায় ৬৬, ভেদরগঞ্জে ৩৬০ ও গোসাইরহাট উপজেলায় ৪৮টি ঘর বরাদ্দ হয়েছে। ডামুড্যার পূর্ব ডামুড্যা এলাকায় বিলের মধ্যে তৈরি হয়েছে দুই সারিতে ২২টি ঘর। সেখানে যাওয়ার কোনো রাস্তা নেই।

মুজিব বর্ষে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উপহার শরনখোলায় নুতন ঘরের চাবি পেল ৯৭ পরিবার

মাসুম বিল্লাহ :

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বর্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উপহার হিসেবে বাগেরহাটের শরনখোলার ভূমিহীন ও গৃহহীন ৯৭ পরিবার জমি সহ সেমি পাকা ঘর পেয়ে ফিরে গেলেন তাদের নুতন ঠিকানায়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ন প্রকল্প-২ এর আওতায় দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য শরনখোলা উপজেলায় নির্মানাধীন ১৯৭ ঘরের সার্বিক দ্বায়িত্ব পালন করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সরদার মোস্তফা শাহিন। ২৩ জানুয়ারী (শনিবার) সকালে গনভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশজুড়ে ৬৬ হাজার ১৮৯টি পরিবারের কাছে নতুন ঘরের চাবি হস্তান্তর ও ঘরের উদ্ভোধন করেন বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও কনফারেন্স শেষে একই দিন সকাল ১১টায় উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এক উপজেলার বিভিন্ন এলাকার ৯৭টি পরিবারের হাতে তাদের নুতন ঘরের চাবি তুলে দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা। এ সময় বীর মুক্তিযোদ্ধা এম সাইফুল ইসলাম খোকন, ধানসাগর ইউপি চেয়ারম্যান মাইনুল ইসলাম টিপু, রোয়ন্দা ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান মিলন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সহধর্মীনি মিসেস রোকসানা চৌধুরী, সাবেক ডেপুটি কমান্ডার হেমায়েত উদ্দিন বাদশা, সমাজসেবা কর্মকর্তা অতীশ সরকার, সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা রতন কুমার বল, শরনখোলা উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি আঃ মালেক রেজা ও সাধারন সম্পাদক এমাদুল হক (শামীম) এবং উপকার ভোগী পরিবারের সদস্যরা সহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সরদার মোস্তফা শাহিন বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধ শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী ভুমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ন প্রকল্প-২ এর আওতায় আধুনিক দুই কক্ষ বিশিষ্ট সেমি পাকা ঘর নির্মানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর তহবিল থেকে অর্থ বরাদ্ধ দেওয়া হয়। প্রতিটি ঘরের নির্মান ব্যয় ধরা হয় ১লাখ ৭৫ হাজার টাকা। তিনি আরো জানান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজ দেশব্যাপী প্রায় ৬৬ হাজার ১৮৯টি ঘরের আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্ভোধন করেছেন। তাই প্রাথমিক ভাবে উপজেলার বিভিন্ন এলাকার ৯৭ টি পরিবারের নিকট তাদের নুতন ঘরের চাবি হস্তান্তর করা হয়েছে এবং বাকী ঘরগুলোর নির্মান কাজ দ্রূত গতিতে এগিয়ে চলছে।

GONEWS24.COM

বিশ্বে নতুন ইতিহাস গড়েলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

গো নিউজ২৪ | নিউজ ডেস্ক প্রকাশিত: জানুয়ারি ২৩, ২০২১, ০৯:১২ এএম

বছরের পর বছর ঘর না থাকার কষ্টের জীবন শেষ হতে যাচ্ছে ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষের। বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে ঘোষিত মুজিব বর্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে আধা পাকা ঘর এবং জমি পাচ্ছেন এসব মানুষ।

চলমান কর্মসূচির প্রথম পর্যায়ে শনিবার (২৩ জানুয়ারি) প্রায় ৭০ হাজার পরিবার পাবে আধা পাকা ঘর। এটিই বিশ্বে গৃহহীন মানুষকে বিনামূল্যে ঘর করে দেওয়ার সবচেয়ে বড় কর্মসূচি। এর মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে নতুন ইতিহাস গড়তে যাচ্ছে বাংলাদেশ।

সংশ্লিষ্টরা জানান, গৃহহীন-ভূমিহীনদের ঘর করে দেওয়ার এত বড় কর্মসূচি পৃথিবীতে আর একটিও নেই।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এ কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন।

প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিরা উপকারভোগীদের ঘর বুঝিয়ে দেবেন। মুজিব বর্ষের মধ্যে সবার জন্য ঘর নিশ্চিত করতে পর্যায়ক্রমে প্রায় ৯ লাখ পরিবারকে ঘর করে দেবে শেখ হাসিনার সরকার।

দেশে ভূমিহীন ও গৃহহীন অসহায় মানুষদের মধ্যে যাদের ভূমি নেই তাদের সরকারের খাস জমি থেকে ২ শতাংশ ভিটে এবং ঘর দিচ্ছে সরকার। যাদের ভিটে আছে ঘর নাই তাদের ঘর দিচ্ছে সরকার।

প্রতিটি ঘর দুই কক্ষ বিশিষ্ট। এতে দুটি রুম ছাড়াও সামনে একটি বারান্দা, একটি টয়লেট, একটি রান্নাঘর এবং একটি খোলা জায়গা থাকবে। পুরো ঘরটি নির্মাণের জন্য খরচ হবে ১ লাখ ৭১ হাজার টাকা এবং মালামাল পরিবহনের জন্য ৪ হাজার টাকা দেওয়া হবে প্রতি পরিবারকে।

বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, খুলনার বিভিন্ন অঞ্চলে সরেজমিনে ঘুরে দেখা গেছে, ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের কাছে হস্তান্তর করতে প্রস্তুত এসব ঘর। যারা প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর পাচ্ছেন তাদের চোখে-মুখে খুশির ঝিলিক। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তারা।

সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার ঈশ্বরিপুর ইউনিয়নের স্বামী পরিত্যক্তা মর্জিনা বেগম বাংলানিউজকে বলেন, এক মেয়ে নিয়ে বাঁশের কঞ্চির বেড়ার ঝুপড়িতে থাকি। দিন মজুর খেটে কোনো রকমে জীবন চলছে। নিজের একটা ঘর হবে কোনোদিন ভাবিনি। প্রধানমন্ত্রীকে দোয়া করি তিনি আমাদের ঘর দিয়েছেন, জমি দিয়েছেন।

সাতক্ষীরা সদরের দিনমজুর অরবিন্দ গাইন বলেন, আগে সরকারি খাস জমিতে খড়ের চালার ঘরে থাকতাম। নিজের ঠিকানা ছিল না। শেখের বেটি আমাদের ঘর ও জমি দিয়েছেন, শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প পরিচালক মো. মাহবুব হোসেন সাংবাদিকদের জানান, মুজিব বর্ষে কেউ গৃহহীন থাকবে না- সরকারের এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ২৩ জানুয়ারি প্রথম পর্যায়ে সারাদেশে ৬৯ হাজার ৯০৪ ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে ঘর দিচ্ছে সরকার।

২৩ জানুয়ারি ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে ২ শতাংশ খাস জমির মালিকানা দিয়ে বিনা পয়সায় দুই কক্ষবিশিষ্ট ঘর মুজিববর্ষের উপহার হিসেবে প্রধানমন্ত্রী প্রদান করবেন। একইসঙ্গে ব্যারাকের মাধ্যমে ২১টি জেলার ৩৬টি উপজেলায় ৪৪ প্রকল্পের মাধ্যমে ৩ হাজার ৭১৫টি পরিবারকে ব্যারাকে পুনর্বাসন করা হবে বলে জানান মাহবুব হোসেন।

তিনি বলেন, সারা দুনিয়াতে এটি প্রথম ঘটনা এবং একমাত্র ঘটনা একসঙ্গে বিনে পয়সায় এত ঘর করে দেওয়া। মাদার অব হিউম্যানিটি সারা দুনিয়াতে একটি নজির স্থাপন করলেন।

২৩ জানুয়ারি প্রায় ৬৯ হাজার পরিবারকে ঘর দেওয়ার পর থেকে আগামী ১ মাসের মধ্যে আরও ১ লাখ ঘর নির্মাণের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হবে বলেও জানান মাহবুব হোসেন।

সারা বাংলাদেশে ঘরও নাই, জমিও নাই এমন পরিবারের সংখ্যা ২ লাখ ৯৩ হাজার ৩৬১। ভিটেমাটি আছে, ঘর জরাজীর্ণ কিংবা ঘর নাই এমন পরিবারের সংখ্যা ৫ লাখ ৯২ হাজার ২৬১। মুজিববর্ষ উপলক্ষে সারা বাংলাদেশে যে তালিকা করা হয়েছে সব মিলিয়ে সেই তালিকায় ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি পরিবার রয়েছে।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের নথি থেকে জানা যায়, ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবার পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তত্ত্বাবধানে আশ্রয়ণ নামে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। এই প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৭ সাল থেকে ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাস অবধি ৩ লাখ ২০ হাজার ৫২টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো- ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্ন অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন, ঋণপ্রদান ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহে সক্ষম করে তোলা এবং আয় বাড়ে এমন কার্যক্রম সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ।

মুজিব বর্ষের উপহার ৭০ হাজার পরিবারকে ঘর দেবেন প্রধানমন্ত্রী

সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছে : শনিবার, জানুয়ারি ২৩, ২০২১ ১০:২৯:৫৮ পূর্বাহ্ন

মুজিববর্ষে সরকারের ঘোষণার আওতায় প্রথম ধাপে শনিবার ৬৯ হাজার ৯০৪ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার ঘর পাচ্ছেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষে' এটিই হবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উপহার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার (২৩ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০টায় গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ৪৯২টি উপজেলায় যুক্ত হয়ে গৃহহীন-ভূমিহীনদের মুজিববর্ষের এ উপহার তুলে দেবেন।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এ কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিরা উপকারভোগীদের ঘর বুঝিয়ে দেবেন। মুজিব বর্ষের মধ্যে সবার জন্য ঘর নিশ্চিত করতে পর্যায়ক্রমে প্রায় ৯ লাখ পরিবারকে ঘর করে দেবে শেখ হাসিনার সরকার।

এরমধ্যে ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে দুই শতাংশ খাস জমির মালিকানা দিয়ে বিনা পয়সায় দুই কক্ষবিশিষ্ট ঘর মুজিববর্ষের উপহার হিসেবে প্রধানমন্ত্রী প্রদান করবেন। এছাড়া ২১টি জেলার ৩৬টি উপজেলায় ৪৪টি গ্রামে ৭৪৩টি ব্যারাক নির্মাণের মাধ্যমে ৩ হাজার ৭১৫টি পরিবারকে ব্যারাকে পুনর্বাসন করা হবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকীতে দেশের ভূমিহীন ও গৃহহীন ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি পরিবারের তালিকা করে তাদের ঘর করে দেওয়ার ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী। ছয় মাসেরও কম সময়ে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু হচ্ছে। দ্বিতীয় ধাপে আরও প্রায় এক লাখ পরিবারকে ঘর উপহার হিসেবে দেওয়া হবে। শুধু ঘরই নয়, প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ ও সুপেয় পানিরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি এই পরিবারগুলোর কর্মসংস্থানেও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

তিনটি প্রকল্পের মাধ্যমে এই ঘরগুলো দেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ৪১৯ কোটি ৬০ লাখ টাকায় তৈরি করা হয়েছে ২৪ হাজার ৫৩৮টি ঘর। দুর্যোগ মন্ত্রণালয়ের দুর্যোগ সহনশীল ঘর নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ৬৫৯ কোটি ৮২ লাখ টাকায় ৩৮ হাজার ৫৮৬টি ঘর এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের আওতায় ৫২ কোটি ৪১ লাখ টাকায় ৩ হাজার ৬৫টি ঘর নির্মিত হচ্ছে। প্রকল্পগুলোতে মোট ব্যয় হয়েছে ১ হাজার ১৬৮ কোটি ৭১ লাখ টাকা।

SUN NEWS 24X7 সবার সাথে সবসময়

আন্তর্জাতিক ▶ দল থেকে বহিষ্কার হলেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী ওলি

জাতীয়

প্রকাশিত ২৩ জানুয়ারী ২০২১ ০৯:১৫
সর্বশেষ আপডেট ২৩ জানুয়ারী ২০২১ ০৯:২২

আজ প্রধানমন্ত্রীর উপহার পাচ্ছেন ৭০ হাজার ভূমিহীন

Share Tweet Pin Email Share Share

নিজস্ব প্রতিবেদক : ৬৯ হাজার ৯০৪ জন ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমিসহ ঘর প্রদান কার্যক্রম আজ শনিবার (২৩ জানুয়ারি) উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেশব্যাপী বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় ভূমি ও গৃহহীনদের মাঝে এসব ঘর বিতরণ করা হবে।

'মুজিববর্ষে বাংলাদেশের একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না'- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ ঘোষণা বাস্তবায়নে দেশের সব ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও ঘর দেওয়ার কার্যক্রম হাতে নিয়েছে সরকার। এরই ধারাবাহিকতায় এ গৃহপ্রদান কর্মসূচি উদ্বোধন হবে।

মুজিব বর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর উপহার দেয়া বাড়িতে থাকছে দুটি কক্ষ। এছাড়া প্রতিটি বাড়ির সামনে একটি বারান্দা, একটি টয়লেট, একটি রান্নাঘর ও খোলা জায়গা রয়েছে। পুরো ঘর নির্মাণে ব্যয় ১ লাখ ৭১ হাজার টাকা ও আসবাবপত্র পরিবহণে দেয়া হবে ৪ হাজার টাকা। ঘর রেজিস্ট্রি করা হবে স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে। দলিলে দুজনেরই নাম ও ছবি থাকছে।

প্রথম দিন শনিবার ৬৬ হাজার ১৮৯ পরিবারকে গৃহের চাবি দেয়া হবে। একই সঙ্গে ২১টি জেলার ৩৬টি উপজেলায় ৪৪ প্রকল্পের মাধ্যমে ৩ হাজার ৭১৫টি পরিবারকে ব্যারাকে পুনর্বাসন করা হবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলেছেন, মুজিব বর্ষ উপলক্ষে গৃহহীনকে গৃহ ও ভূমিহীনকে ভূমি দেয়ার যে ঘোষণা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিয়েছেন তা পৃথিবীতে বিরল।

সরকারিভাবে একসঙ্গে কোনও দেশই এত মানুষকে গৃহ নির্মাণ করে দেয়নি। এজন্য ৬ মাস আগে আলাদা প্রকল্প নেয়া হয়েছে। এতে ব্যয় হচ্ছে ১ হাজার ১৬৮ কোটি টাকা। এছাড়াও আগামী এক মাসের মধ্যে আরও ১ লাখ পরিবারের মাঝে ঘর হস্তান্তর করা হবে।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস গণমাধ্যমকে বলেন, এটি মুজিববর্ষের একটি অসাধারণ ঘটনা। গুগল আপনাদের সবার পকেটেই আছে, দেখতে পারেন; পৃথিবীতে এ নজির নেই। পৃথিবীতে এ রকম ঘটনার নজির আছে কিনা জানা নেই, একজন রাষ্ট্রনায়ক বলছেন, আমার দেশের গৃহহীন ও ভূমিহীন সব মানুষকে গৃহ ও ভূমি দেব।

তিনি বলেন, অব্যবহৃত ২ হাজার ৫৮ একর খাসজমি বিভিন্নভাবে জনকল্যাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর মধ্যে বেশকিছু অবৈধ দখলদার ছিল, তাদেরও উচ্ছেদ করা হয়েছে। এখানে দুটো উপকার হয়েছে। দখলদারমুক্ত হয়েছে এবং জনকল্যাণে সরকারি ভূমি ব্যবহার হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া বলেন, প্রধানমন্ত্রী নিজের চিন্তা থেকেই এই ঘরের নকশার বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, প্রতিটি ঘরে দুটি শয়ন কক্ষ, একটি টয়লেট, একটি রান্নাঘর ও লম্বা বারান্দা থাকবে। সেটি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে বাড়িগুলোতে আমরা বিদ্যুৎ ও পানির ব্যবস্থাও করেছি।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প পরিচালক মো. মাহবুব হোসেন সাংবাদিকদের জানান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ২৩ জানুয়ারি সারা দুনিয়াতে এটি প্রথম ঘটনা এবং একমাত্র ঘটনা, একসঙ্গে ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে ২ শতাংশ খাস জমির মালিকানা দিয়ে বিনা মূল্যে দুই কক্ষবিশিষ্ট ঘর মুজিববর্ষের উপহার হিসেবে প্রধানমন্ত্রী প্রদান করবেন।

একই সঙ্গে ব্যারাকের মাধ্যমে ২১টি জেলার ৩৬টি উপজেলায় ৪৪ প্রকল্পের মাধ্যমে ৩ হাজার ৭১৫টি পরিবারকে ব্যারাকে পুনর্বাসন করা হবে। এছাড়া আগামী এক মাসের মধ্যে আরো এক লাখ ঘর নির্মাণের জন্য বরাদ্দ দেয়া হবে বলেও জানান তিনি।